গৃহপ্রবেশ

নাটিকা

কৃশানু বসু

বই জয়ন্তী
৯৩/১, সার্পেণ্টাইন লেন,
কলিকাতা-১৪

জননী—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু

শ্রীচরণেষু

প্রণত কানাই

সকলের ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক,

আমার মা'য়ের ভালো লেগেছে,

এইটুকুই "গৃহ-প্রবেশ"-এর গর্ব্ব।
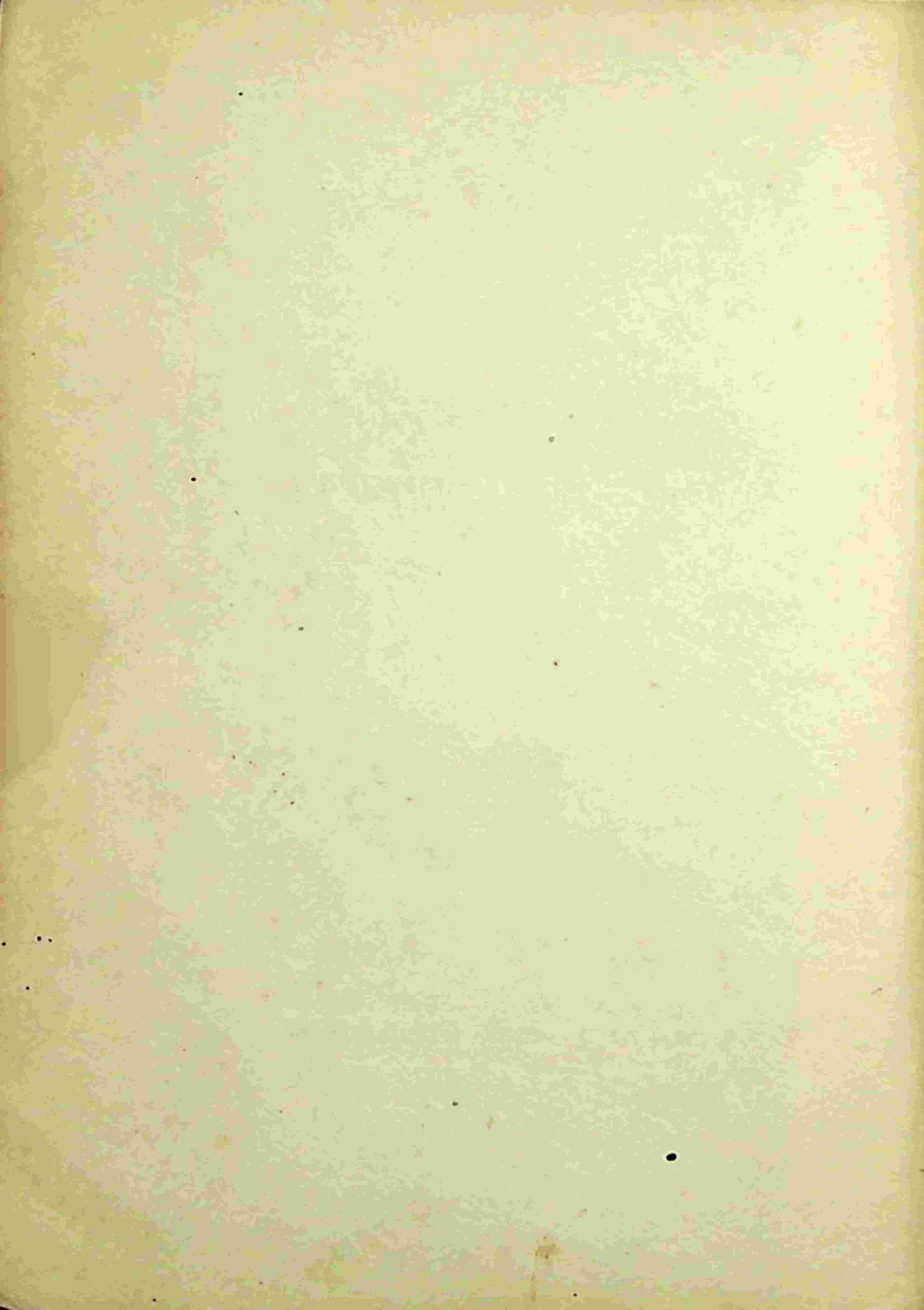
চরিত্র-লিপি

প্রসন্ন	...	গৃহস্বামী
পৃথ্বীশ	...	প্রসন্নর কনিষ্ঠ ভ্রাতা
নিখিলেশ	...	ইহাদের ভগ্নীপতি
জগা	...	ভৃত্য
বঙ্কু	...	দরিদ্র বৃদ্ধ

জেলে, ব্রাহ্মণগণ

খোকন	প্রসন্নর শিশু পুত্রদ্বয়
ডাকু	

সুকুমারী	...	প্রসন্নর স্ত্রী
মহালক্ষ্মী	...	প্রসন্নর ভগ্নী, নিখিলেশের স্ত্রী

নাটক পেশাদার রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলে তবেই তাহার প্রথম অভিনয়কে 'প্রথম অভিনয়' বলিতে হইবে, আর সখের দলের অভিনয় কিছুই নহে, ইহা আমি মানি না।

আমার প্রথম নাটকের প্রথম অভিনয় সখের দলের দ্বারা হইয়াছে, এ কথা আমি সানন্দে স্মরণ ও স্বীকার করি।

পরে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, এবং হয়তো করিবেন, তাঁহারা প্রথম অভিনেতাদের অপেক্ষা ভালো অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু প্রথম হইতে পারিবেন না।

আমার পাড়ার ছেলেরা গেঁয়ো যোগীকে ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই ছেলেদের নামাবলী সগৌরবে গায়ে দিয়া গৃহ-প্রবেশ আত্মপ্রকাশ করিল।

প্রথম অভিনয় সন ১৩৫০ সালের ২০ শে কার্ত্তিক শনিবার

প্রসন্ন—শ্রীকামাখ্যা বসু
পৃথ্বীশ—শ্রীশ্যামসুন্দর বসু
নিখিলেশ—৺বৈদ্যনাথ বসু
বঙ্কু—শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জগা—৺ভোলানাথ পাল
জেলে—শ্রীদেবীচরণ বসু
ব্রাহ্মণ—শ্রীপরিতোষ মিত্র
সুকুমারী—শ্রীপ্রভাত ঘোষ
মহালক্ষ্মী—শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মুটে—শ্রীআশিস দত্ত
খোকন—শ্রীমান তারকনাথ পাল
ডাকু—শ্রীমান নির্ম্মলেন্দু ধর

ভূমিকা।

নাটক পড়িলেই শেষ হয় না, ইহার সার্থকতা অভিনয়ে। যিনি পড়েন তিনি মাত্র নিজে বোঝেন, নিজে আনন্দ পান। যিনি অভিনয় করেন, তিনি নিজে বুঝিয়া অপর অনেককে বুঝাইয়া দেন, নিজে যে আনন্দ পান, অনেককে তাহা পরিবেশন করেন। নাটকের আসল রসটি অভিনেতাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হয়। সেই রসোপলব্ধির মূল পথ নাটকীয় চরিত্রগুলিকে প্রকৃত চিনিতে পারা। এ না পারিলে একের ত্রুটীতে বহুর ক্ষতি হয়।

এই কথাগুলি এই ভূমিকা লেথার কৈফিয়ৎ।

'গৃহ-প্রবেশ' বহুদিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। রচনা অবশ্য তারও কিছুকাল পূর্ব্বে। মুদ্রণের পূর্ব্বে ও পরে ইহার অভিনয়ও হইয়াছে বহুবার,—কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে ও অনেক সৌখীন নাট্যমঞ্চে। এই নাটক পড়িয়া, ও তাহার চেয়ে বেশী, ইহার অভিনয় দেখিয়া, লোক হাসিয়াছে। তাই সতর্ক করার প্রয়োজন। ইহা প্রহসন (Farce) নহে। ইহার চরিত্রগুলি কেহই লোক হাসাইবার জন্য অবতীর্ণ হয় নাই, তাহারা লঘু, চটুল, Comic চরিত্র নহে। বরঞ্চ তাহার বিপরীত। তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ভাবে ও স্ব স্ব ভঙ্গীতে গম্ভীর (Serious)। তাহা সত্ত্বেও যদি লোক হাসে, সেটা বিপাক বা বিড়ম্বনার আনন্দে। কিন্তু লোক হাসিতেছে বলিয়া তাহাকে আরও হাসাইবার চেষ্টা করিলে চরিত্রগুলির মর্য্যাদা হানি হইবে, এই কথাটা অভিনেতাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রসন্নবাবু প্রকৃত সুজন। তিনি ব্যস্ত লোক ও ভুলো মন। সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের মন গড়িয়াছেন বিচিত্র ও বিপরীত উপাদান দিয়া। ছোট খাটো ব্যাপারে যে প্রসন্নবাবু শশব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন, তিনিই আবার অপরে যখন উদ্বেগে চঞ্চল হয়, তখন স্থির চিত্তে, মাথা ঠাণ্ডা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। চাবি-চুরি ও গৃহাগত জুয়াচোর লইয়া যখন সকলেই প্রচুর মাথা ঘামাইতেছে, তখন প্রসন্নবাবু প্রায় নিশ্চিন্ত আছেন। 'প্রায়' বলিবার কারণ,— একটা চিন্তা তাঁহার মনে আছে, বঙ্কুবাবুর এখনও খাওয়া হয় নাই। ইহাদের গোলমালে আজিকার দিনে বাড়ী হইতে অতিথি (অনাহূত হইলেও অতিথি) পাছে অনাহারে চলিয়া যান, এই মাত্র তাঁহার আশঙ্কা।

প্রসন্নবাবু যে সুজন, তাহার সব চেয়ে বড়ো পরিচয় অপরের লজ্জায় তিনি লজ্জিত হন, অন্যের দীনতায় ও হীনতায় তিনি শুধু দুঃখিত নন, অতিশয় বিব্রত বোধ করেন। বঙ্কুবাবুর অপরাধ-স্বীকার বঙ্কু অপেক্ষা প্রসন্নকেই পীড়া দেয় বেশী।

আর একটা কথা প্রসন্নবাবুর সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। তিনি কেবল বাড়ীর বড়োবাবু বলিয়াই বড়ো নন, তাঁহার গুরুত্ব ও ব্যক্তিত্ব বাড়ীর সকলে, ভাই, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, চাকর-বাকর সকলেই, শ্রদ্ধানত চিত্তে মানিয়া লইয়াছে বলিয়াই তিনি বড়ো। সেইজন্য তাঁহার বাড়ীতে, তাঁহার অমতে কাহাকেও, —সে চোরই হোক, জুয়াচোরই হোক,—অপমান বা লাঞ্ছনা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। করিলে চোর জুয়াচোরের ক্ষতি হয় না, প্রসন্ন চরিত্রের অসম্মান হয়।

পৃথ্বীশ অল্প বয়সের গরম রক্তের প্রভাবে যত চঞ্চলই হোক, দাদার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পা-ও চলিবার ছেলে নয়। এবং সৌজন্যে ও সদাশয়তায় সে দাদারই ছোট ভাই। বঙ্কুবাবুর অনুপস্থিতিতে সে যত আস্ফালনই করুক, তাঁহাকে সম্মুখে হাতের কাছে পাইয়া একটি রূঢ় কথাও বলিতে পারে নাই। তা ছাড়া সে সঙ্গীত-রসপ্রিয়, নিজেও কিছু চর্চ্চা করে। যে ব্যক্তি সুরে তালে সমৃদ্ধ গান গাহিতে পারেন, তাঁহাকে অন্ততঃ গানের সময়টিতে চোর জুয়াচোর ভাবিতে সে ভুলিয়া যায়। গানের সুর তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে, সেটা অন্তরের টান। কিন্তু গানের তাল লয় তাহাকে যে টান দেয়, তাহা অন্তরের ও বাহিরের, উভয়ত্রই। সেই টানে তাহার হাত দুইটী কখন বাঁয়া তবলার দিকে প্রসারিত হইয়া যায়, তাহা সে নিজেই জানে না। তারপর যখন সঙ্গত পাইয়া গান জমিয়া ওঠে, গানে ও বাজনায়, সুরে ও তালে, সঙ্গতি স্থাপিত হয়, তখন সেই অবসরে রসরাজ্যে গায়ক ও বাদকের মধ্যেও আত্মীয়তার সূক্ষ্ম গ্রন্থি পড়িয়া যায়।

মহালক্ষ্মী লোক খারাপ নয়। স্বভাবতঃ রূঢ় বা নির্ম্মমও নয়। কিন্তু স্বামী-গৌরবে, ও স্বামীর পদ-গৌরবে একটু বেশী গৌরবান্বিতা। আর, সে কিঞ্চিৎ আতঙ্কবিলাসী। আতঙ্ক তাহাকে আনন্দ দান করে, এবং আনন্দের বস্তু পাঁচজনে মিলিয়া ভাগ করিয়া ভোগ করাই মানুষের প্রকৃতি। তাই মহালক্ষ্মী নিজে ভয়ে রোমাঞ্চিত হইতে ভালবাসে, আবার সেই রোমাঞ্চ অপরের মধ্যে সংক্রামিত করিতেও ভালবাসে। কিন্তু সে লোক খারাপ নয়। তাহার অত সাধের চোর ডাকাত একটা নখদন্তহীন নিরীহ বুড়া মানুষে পর্য্যবসিত হইয়া, তাহার কল্পনার রোমহর্ষন বিফল করিয়া দিল বলিয়া হয়তো তাহার মনে প্রত্যাশা ভঙ্গের দুঃখ একটু হইয়াছিল, কিন্তু নিঃস্ব গৃহহীনের সমাদর ও আশ্রয়

প্রাপ্তিতে সে খুশীই হইয়াছিল। তাই সমাদৃত বঙ্কুর বিরুদ্ধে সে আর কথাটি কহে নাই।

জগা নির্ব্বোধ নহে, সরল। ধূর্ত্ত ও ধৃষ্ট নহে, আজ্ঞাবাহী ও বিনীত। মনিব-বাড়ীর সকলকেই, বাড়ীর লোক ও অভ্যাগত সকলকেই, খুশী করিতে সে সর্ব্বদা সচেষ্ট। মনিবদের মন রাখিতে গিয়া তাহার কার্পেট পাতার সমস্যা মিটে না, এবং মনিবদের মান রাখিতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া বলে 'পাতা করিবার বিলম্ব একটু থাকিলেও দেরীর কোনও কথা নাই'।' লোক হাসাইবার উদ্দেশ্যে জগাকে অতি-অবোধ অথবা অতি-চতুরের রূপদান করিলে তাহাকে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদই করা হইবে, রস জমিবে না।

বঙ্কুবাবুর মর্ম্মকথা অর্দ্ধেক তাঁহার নিজমুখেই প্রকাশ হইয়াছে—তিনিও একদিন ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু বাকী অর্দ্ধেক তিনি না বলিলেও প্রসন্নবাবু বুঝিয়াছিলেন, অভিনেতাকেও বুঝিতে হইবে,—তিনি এখনও ভদ্রলোক আছেন। এ-বাড়ীতে যে-সম্মান তাঁহাকে ভুল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই সম্মান এখনও,—অনুকুল অবস্থাতে,—তাঁহার সত্যকার পাওনা। সেই জন্যই সে-সম্মান শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন রহিল, তাহাতে সামান্য বিষবাক্য বা বিষ নিঃশ্বাসের স্পর্শ মাত্র লাগিল না। যদি নিখিল, পৃথ্বীশ অথবা মহালক্ষ্মী তাঁহাকে একটিও সন্দেহ-প্রসূত অপমানকর কথা বলিত, তাহা হইলে বঙ্কুবাবুর এই সম্মানে ফাট ধরিত। পরবর্ত্তীকালে সমাদর সম্মানের রাশি ঢালিয়া দিলেও সে ফাটল বেমালুম মিলাইত না, দাগ থাকিত। এবং তাহাতে অতিথি-বৎসল প্রসন্নের সৌজন্যের হানি হইত। অভিনয় কালে,—মঞ্চে অভিনয় বা চিত্রে অভিনয়, যাহাই হোক,—এই কথা স্মরণ না রাখিয়া বঙ্কুবাবুকে লেশমাত্র

লাঞ্ছনা করিলে, বঙ্কু ও প্রসন্ন দুইটি চরিত্রেরই সূক্ষ্ম সুরটি নষ্ট হইবে, নাটকেরও সবচেয়ে মিষ্ট রসে কটুতার স্পর্শদোষ ঘটিবে।

বঙ্কুবাবুর গান গাওয়া অপ্রত্যাশিত বলিয়া বিস্ময়ের ব্যাপার বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এ-বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি স্বয়ং সে-সম্বন্ধে পরমানন্দে অজ্ঞ আছেন। ইহাদের জগৎ হইতে তাঁহার জগৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তখনকার মতো তাঁহার জগৎ শিশুদের জগৎ। সে জগতের দুইটি কচি শিশুর অনুরোধে এক বৃদ্ধ শিশুর গান গাওয়া শিশুস্বভাবেরই স্বতঃ স্ফূর্তি, অতএব স্বাভাবিক।

নিখিলেশের বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি ও পদের গৌরব কিছু আছে। আর আছে অল্প বয়সের ধর্ম্ম—বিদ্যা বুদ্ধির প্রকাশ-প্রবণতা।

কেবল আমার সুকুমারী সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। তাঁহার সুকুমার হৃদয়টি স্বচ্ছ ও স্বপ্রকাশ, চিনিতে কষ্ট হয় না, চিনাইবার প্রয়োজন হয় না।

ভূমিকা একটু দীর্ঘই হইল, কিন্তু ইহার প্রয়োজন একেবারে নাই, তাহা মনে করি না। সকল মানুষ সমান নহে। “মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়” এ-রকম বস্তুতে খুশী হইবার মানুষও সংসারে আছে। কিন্তু যাহাতে মানেও হয়, মজাও হয়, তাহার কিছু ইঙ্গিত দিবার জন্য ভূমিকা লিখিলাম, নিজের ঢাক নিজে পিটিবার জন্য নহে।

৯৩।১, সার্পেণ্টাইন লেন,
কলিকাতা-১৪ কানাই বসু।
৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৬১।

এই লেখকেরই—

পয়লা এপ্রিল

রঙ-ছুট

বিরাজ বৌ (নাটক)

গৃহ-প্রবেশ

আদি

[প্রভাত]

যবনিকা উঠিবার কিছু পূর্ব্বে ভিতর হইতে একটি গান শুনিতে পাওয়া যাইবে। বৈরাগী ভিখারীর ভজন গানের মতো। যবনিকা উঠিল। নেপথ্যে গান চলিতে লাগিল।

একটি সদ্যপ্রস্তুত নূতন বাটির বৈঠকখানা। আসবাবপত্র এখনও সুবিন্যস্ত হয় নাই। একটি সোফা, একটি ছোট টেবিল, খান দুইতিন চেয়ার। টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো একতাড়া ছবি দড়ি-বাঁধা রহিয়াছে, দেয়ালে উঠিবার অপেক্ষায়। ইহা ছাড়া ঘরের এ-কোণে ও-কোণে আরও কিছু দ্রব্য থাকিতে পারে, যেমন ছোট টিপয়, পামগাছের টব ইত্যাদি।

গান শেষ হইবার পর নেপথ্যে গৃহস্বামী প্রসন্নবাবুর উচ্চ কণ্ঠ শুনা গেল—

—ওরে, বাবাজী চলে গেল না কি ? ও জগা, দেখিস, আজকের দিনে কারুকে ফেরাস নি যেন। জগা-া-া—

তাঁহার স্বর ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ভৃত্য জগা একটা বড় কার্পেট অতি কষ্টে মাথায় করিয়া আনিয়া ধপ্ করিয়া ঘরের প্রায় মাঝখানে ফেলিল। তারপর কোমরে বাঁধা গামছা খুলিয়া মুখ মুছিতেছে, এমন সময়ে পুনরায় অন্দর হইতে প্রসন্নবাবুর "জগা, জগা" চীৎকার আসিল।

জগা :

—নাঃ, আর তো পারি না বাবা। ভোর থেকে আরম্ভ হয়েছে খালি জগা জগা আর জগা? আর যেন চাকর নেই বাড়ীতে।

আবার ডাক অসিল—

জগা-া।

জগা :

আজ্ঞে, যাই।

ষ্টেজের পিছন দিকের দরজা দিয়া জগা ভিতরে চলিয়া গেল। পরক্ষণে একপাশ হইতে ব্যস্তভাবে প্রসন্নবাবুর প্রবেশ

প্রসন্ন :

কোথায় গেল আবার? এই যে সাড়া দিলে। বেটা অমনি পালিয়েছে! নাঃ, একে নিয়ে আর চলবে না। এই হাঙ্গামটা চুকে গেলেই দেব বেটাকে—[কার্পেটে পা ঠেকিতে চমকিয়া] আরে, এ কার্পেটটা এখানে ফেল্লে কে? এটা যে আমি ওপোরের হলঘরে পাতবার জন্যে ···ওরে জগা—তাই

তো, বেটা পালালো নাকি ?

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

প্রসন্নবাবুর স্ত্রী সুকুমারীর ও ছোট ভাই পৃথ্বীশের প্রবেশ। পৃথ্বীশের গালে সাবানের ফেনা, ডান হাতে দাড়ি কামাইবার ব্রাশ, বাম হাতে দেশলাই ও সিগারেটের প্যাকেট। বাম হাত সুকুমারীর দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা পরিস্ফুট।

পৃথ্বীশ :

এখন আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। এখনো মার্কেটে যেতে বাকী, মাংসটা সকাল সকাল না এনে ফেলতে পারলে,—সে মহা মুস্কিল হবে।

সুকুমারী :

লক্ষ্মীটী ভাই, তোমার দাদা শুনলে আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলবেন—

পৃথ্বীশ :

খবরদার! দাদার নিন্দে এমন কি বৌদিদির মুখ থেকে হলেও আমি সহ্য করব না। খেয়ে ফেলবার মানুষ আমার দাদা নয়।

সুকুমারী :

কিন্তু খেয়ে ফেলবার কথাই ভাই। আমি কাল একেবারে ভুলে গেছি তোমাকে বলতে। লক্ষ্মী দাদা আমার, বাসে করে যেতে আসতে তোমার আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

পৃথ্বীশ :

আধ ঘণ্টা ? বালীগঞ্জ থেকে বাগবাজার, যেতেই তো এক ঘণ্টার বেশী

লেগে যাবে।

সুকুমারী :

কিন্তু না গেলে তো চলবে না ভাই। তবে কী হবে? লক্ষ্মী ঠাকুরপো—

বৌদিদির মুখের অসহায় ভাবটি লক্ষ্য করিয়া পৃথ্বীশের সুর নরম হইল।

পৃথ্বীশ :

থাক, আর তোমার লক্ষ্মী লক্ষ্মী করতে হবে না। জানি, সকালে উঠে যখন ঐ জগা বেটার মুখ দেখেছি, তখন কি আর কোন কাজ আজ প্ল্যানমত হবে। আর তুমি মেয়েটী, দেখতে ভালো মানুষটি, কিন্তু যেটি ধরবে সেটি না করে ছাড়বে না। বল, কী ঠিকানা ফিকানা বল।

সুকুমারী :

এই যে ভাই, পাছে আজও আবার ভুলে যাই, তাই ভোর বেলাতেই কাগজে ঠিকানা লিখে আঁচলে বেঁধে রেখে তবে আর কাজ।

তাড়াতাড়ি আঁচল হইতে কাগজ খুলিতে লাগিল।

পৃথ্বীশ :

আজকের দিনটা ভুললে যে আমি বাঁচতুম। তা ভুলবে কেন? (কাগজ লইয়া ও পড়িয়া) কিন্তু পরেশ চাটুয্যেটি কে? আমি তো চিনতে পারছি না। দাদার বন্ধুদের সবাইকেই তো আমি চিনি।

সুকুমারী :

না, না, ইনি তোমার দাদার বন্ধু নন। এঁর ছেলের সঙ্গে তোমার দাদার ছোট বেলায় খুব ভাব ছিল। আহা, সে ছেলে এখন আর নেই।

ইনি পশ্চিমে কোথায় ব্যবসা করতেন, সম্প্রতি কোলকাতায় ফিরেচেন। খুব পয়সাওলা লোক, কিন্তু শুনেছি কোন বড়মানুষি চাল নেই।

পৃথ্বীশ :

বটে! তা বেশ তো, আমাকে পুষ্যিপুত্তর নিক না বুড়ো। অত পয়সা খাবে কে?

সুকুমারী :

দূর! কী যে বল। তাঁর আরও ছেলে মেয়ে আছে। তবে সেই ছেলেটি যাবার পর থেকে ইনি তোমার দাদাকে বড্ড ভালবাসেন। দেশে এসেছেন শুনে তোমার দাদার ইচ্ছে এই গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে তাঁকে আনেন। পরেশবাবুও বিদেশে থাকতে চিঠি লিখেছিলেন তোমাদের বাড়ী তৈরী হলে দেখতে আসবেন।

পৃথ্বীশ :

দেখ দিকি। কাল ওদিক পানে সেই গিয়েছিলুম নেমন্তন্ন করতে, তখন যদি বলতে—

সুকুমারী :

বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই। আমার কি মাথার ঠিক আছে, এই সাত ঝঞ্ঝাটে···

পৃথ্বীশ :

কবেই বা তোমার মাথায় ঠিক ছিল? দাদাও যেমন ইয়ে, তেমনি তুমিও হয়েছ?

সুকুমারী :

তা তো বটেই গো। আর তো ভাত খাইয়ে দিতে বৌদিদিকে দরকার হয় না, কাপড় জামা নিজেই পরতে শিখেছ, এখন আমি তো পাগল ছাগল হবই। তাই তো বলি বাপু, এবার একটি বিদুষী মহিলা টহিলা নিয়ে এস, মডার্ণ সংসার চালাও।

পৃথ্বীশ :

হুঁ।

সুকুমারী :

সত্যি ঠাকুরপো, সুরেনবাবু কালও এসেছিলেন, তাঁর মেয়েটি এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে—

পৃথ্বীশ :

আবার পাগলামি সুরু হ'ল তো? তাহলে তোমার বাগবাজারে ঐ সুরেনবাবু নরেনবাবুকেই পাঠাও, আমি চল্লুম নিউ মার্কেটে।

সুকুমারী :

না, না ভাই। সুরেনবাবু আসেন নি, কেউ আসেন নি। তুমি বাগবাজারটা সেরে তারপর যত খুশী মার্কেটে ঘুরো ভাই। আমি চলি, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েচে। হোমের জোগাড়, রান্নার জোগাড়, কিছু হয়নি।

পৃথ্বীশ :

তবে ঘটকালি রেখে তাই যাও। আমি এই দাড়িটা কামিয়ে নিয়েই বেরোচ্ছি। অত ভোরে ও-বাড়ীতে আর এটা হয়ে উঠল না।

সুকুমারী :

তাহলে তুমি মনে করে যেয়ো কেমন ? আমি নিশ্চিন্ত রইলুম, য়্যাঁ ?

পৃথ্বীশ :

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি যাও না। তোমাদের পরেশবাবুকে আমি ধরে নিয়ে আসতে হয় তাও আনব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মনে কর পরেশবাবু এসে এই এখানে বসে আছেন, যাও।

সুকুমারীর প্রস্থান

সিগারেটটা সেই থেকে ধরাতে পারছি না। সাবানটা গেল শুকিয়ে।

পৃথ্বীশ সিগারেট ধরাইতেছে, এমন সময় জগার এক দ্বার দিয়া প্রবেশ ও অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ

পৃথ্বীশ :

কি রে, কোথায় চল্লি ? (জগা দাঁড়াইল) কার্পেটটা কি এখানে ফেলে রাখবার জন্যে আনতে বল্লুম ?

জগা :

আজ্ঞে না ছোটবাবু, এই এসেই সব করে ফেলছি। বড়বাবু ডাকচেন কেন শুনেই আসচি।

পৃথ্বীশ :

আর এগুলো সব সাজিয়ে ফেলবি, যেমন যেমন বলে দিয়েছি।

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ঠিক করে ফেলচি।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান

প্রসন্নবাবুর পুত্র খোকন ও ডাকুর প্রবেশ

ডাকু :

(কার্পেট দেখাইয়া) দাদা দাদা, এই দেখ, এইটে আমাদের পাহাড় হবে, কেমন? এই দিক্‌টা আমার। এইখান থেকে, এ-ইখান থেকে—এ-ই খান থেকে এ-ই পর্য্যন্ত। আর তোমার ঐ দিকটা, য়্যাঁ?

খোকন :

বা রে, বেশ ছেলে, নিজে ভাল দিক্‌টা সব নেবে। আবদার!

নেপথ্যে প্রসন্নবাবু—"জগা" ও জগা— "আজ্ঞে যাই।"

সেটি হচ্ছে না। আমি এই ওপোরটা নোবো। এই চুড়োটা আমার, আর এই খানটা, আর এ-ই খানটা। তোর ঐ নিচের দিকটা সব।

ডাকুর পছন্দ হইল না, সে মুখ ভার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল

খোকন :

হাঁা হাঁা, ঠিক হয়েছে। আমি যেন এই পাহাড়ের ওপোর দুর্গ করেছি, আর তুই যেন নিচের থেকে যুদ্ধু করতে করতে আসছিস আমার দুর্গ কেড়ে নিতে। য়্যাঁ, কেমন?

ডাকু :

(আগাইয়া আসিয়া) দুগ‌্‌গ কী দাদা?

খোকন :

দুর্গ কী জানিস্ না? দুর্গ রে, দুর্গ।

ডাকু :

ও বুঝেছি। দুগ্‌গ মানে কী দাদা ?

খোকন :

দুর্গ মানে হল—ইয়ে, মানে, দুর্গ মানে—

জগার প্রবেশ

জগু, তুমি দুর্গ মানে জানো ?

জগা :

কোথায় গেলেন ? নাঃ, আর পারি না—

খোকন :

কী বল তো ?

জগা :

এই তোমার বাবা।

খোকন :

ধ্যেৎ, দুর্গ মানে বুঝি আমার বাবা। বাঃ, বেশ বলেছ।

ছেলেদের হাস্য

ডাকু :

আমি বলব ? দুগ্‌গ মানে দুগ্‌গা ঠাকুরের বর, না দাদা ?

খোকন :

দূর, দুর্গা ঠাকুরের বর তো শিব আর মহাদেব। দুর্গা মানে হ'ল—হ'ল··· য়্যাম্, দুর্গ মানে—কেল্লা, কেল্লা।

ডাকু :

ও বুঝিচি। তুমি বুঝতে পেরেচ জগু? কেল্লা গো, সেই যে গড়ের মাঠে সব বড় বড় কালো কালো খুঁটী আছে, চারদিকে সুতো বাঁধা? উঃ কী উঁচু খুঁটী। হ্যাঁ দাদা, ঐ খুঁটীতে ঘুড়ি আটকে যায় না? যদি একটা ঘুড়ি, যদি কেটে গিয়ে, যদি উইখান দিয়ে যেতে যেতে, যদি···

জগা ইতিমধ্যে কার্পেট পাতিতেছিল। বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ছেলেরা কথা কহিতে কহিতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া মোটর দেখিয়া জানালার কাছে গেল এবং

"ওরে মাসীমা এসেছে," "এই পিন্টু, এই যে আমি, এই যে," "আরে খোকাটা কী মোটা হয়েছে রে বাবা!"

বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্দর হইতে প্রসন্নবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিলেন

প্রসন্ন :

আরে, এই যে জগা! কোথায় থাকিস বল্ তো তুই? সকাল থেকে ডেকে ডেকে—

জগা :

আজ্ঞে, আমি তো সাড়া দিচ্ছি, এই তো ঘরে···

প্রসন্ন :

মিছে কথা বলো না জগু। আমি এই এক মিনিট হয়নি এখানে দেখে গেছি। থেকে থেকে সাড়া দিস্, আর পালিয়ে বেড়াস। তোকে দিয়ে

আর— (বলিতে বলিতে কার্পেট পাতিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন) এদিকটা যে বেঁকে গেল। আর একটু টেনে নে, আর একটু ডানদিকে। ব্যস ব্যস্। ওঃ, কী ধুলো হয়েছে দেখ দেখি। একেবারে বাইরে থেকে পেতে আনতে পারলি না ?

জগা :

আজ্ঞে বাইরে থেকে পেতে···সে কী রকম হবে ?

প্রসন্ন :

আহা, পেতে আনবি কেন, বাইরে থেকে ঝেড়ে আনতে বলছি।

জগা :

আজ্ঞে হাঁ, এই তো ঝেড়ে আনছি বাবু।

প্রসন্ন :

হুঁঃ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যত ফাঁকিবাজ জুটেছে। যাও, ঝাঁটাটা নিয়ে এসো।

জগার প্রস্থান

প্রসন্ন :

আর শোন্, জগা, জগা—

জগার পুনঃপ্রবেশ

তোকে যে জন্যে ডাকছিলুম তাই বলি। বলছি কী—তুই ইয়ে হয়েছে— তোকে—এই দেখ, কী বলতে এলুম ভুলে গেছি। দরকারের সময় তো তোদের পাওয়া যায় না···যত সব হয়েছে···

বিরক্ত ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। জগা উৎসুক

হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, প্রসন্নবাবু দেখিয়া বলিলেন—

প্রসন্ন :

আবার কোথা চল্লি ?

জগা :

আজ্ঞে ঝাঁটাটা আনি—

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, ঝাঁটাটা নিয়ে এসে বেশ করে কার্পেটটা—, ভাল কথা, তুই এ-কার্পেটটা এখানে পাতলি কেন ? এটা আমি এনেছি ওপরের হলঘরের জন্যে, তোর মুড়ুলি করে সাত সকালে এটা এখানে পাতবার কী দরকার পড়েছিল ?

জগা :

আমি কেন মুড়ুলি করব বাবু, ছোটবাবু বল্লেন—

প্রসন্ন :

ছোটবাবু আবার কী বল্লেন ? বাজে বকিস্ নি। যা এটা ওপোরে নিয়ে যা, বুঝলি ?

জগা :

আবার ছোটবাবু বলবেন—

প্রসন্ন :

ছোটবাবু আবার কী বলবে ? বলবি আমি বলেছি, যা।

জগা :

যে আজ্ঞে।

জগা কার্পেট গুটাইতে সুরু করিল। প্রসন্নবাবুর প্রস্থান

জগা ঃ

এ-রকম করলে কথনো কাজ এগোয় ? একজন বলবেন, হ্যাঁ, তো আর একজন বলবেন, না। এক কাজ সাতবার করে করো। এত কাজ পড়ে রয়েছে, কথন যে সারবো তার ঠিক নাই।

জেলের প্রবেশ

জেলে*

মাছ কোথায় রাথবো ? ওহে শুনছ, সে মাছ কোটার জায়গাটা কোথায় হয়েছে দেখিয়ে দাও তো ভাই। একেবারে সেইথানেই ঢালিয়ে দি।

জগা :

কী মাছ ?

জেলে :

সে কী মাছ জেনে তোমার কী হবে ? সে তোমাদের কী এক এক রকম মাছ কোটবার এক একটা জায়গা হয়েছে নাকি ?

জগা :

না তাই বলছি। বলি ভাল মাছ এনেছো তো ? না কি রেলের মাছ···

জেলে :

সে সব কারবার সাগর বিশ্বেসের কাছে পাবে না। নতুন বাজারের সাগর

---

* ইহার জিহ্বায় 'শ', 'ষ' ও 'স' নাই, আছে 'ঽ'। এবং 'ন' এর স্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ল' গ্রহণ করিয়াছে।

বিশ্বেসের নাম শুনেছ তো ? শালার রেলের মাছ যে পথ দিয়ে হাঁটে সে পথে আমি হাঁটি না।

জগা :

তাতো বটেই। সে কি আর জানি না।

জেলে :

সেলাই আছে দাদা ?

জগা :

সেলাই ? সেলাই কোথা ? নতুন কাপড়—

জেলে :

ম্যাচিস্ নেই ? ম্যাচিস্।

পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিল

জগা :

ও দেশলাই ! এই যে। (দেশলাই দিল)

জেলে :

(দাঁতে বিড়ি চাপিয়া) দাদা, তোমাদের বাপ দাদার আশীর্ব্বাদে টাটকা মাছ এক এই শর্ম্মার কাছেই পাওয়া যায়। শালার সাপুরে সাতটা বিল লিস্ নেওয়া আছে। তারপর বারাসতে একটা সাড়ে তিন বিঘে, সে শালা এক সুমুদ্দুর বল্লেই হয়। হেঃ মাছের ভাবনা। (বিড়ি ধরাইয়া) পাছে লোকে বলে রেলের মাছ, তাই তিনটে লুরী রেখেছি দাদা। সেবারে নবীন সরকারের নাতনির বেতে শালার লুরী গেল মাঝ রাস্তায় বিগড়ে। আমি বল্লুম রও শালা। দিলুম গরুর গাড়ীতে মাছ তুলে। শালা মাছ পৌছুলো বাসি বের

দিন সন্দের সময়। নবীনবাবু রেগে লাল বলে পসা দুবো না। বল্লুম দিওনি পসা। সে পসার জন্যে সাগর বিশ্বেস কিয়ার করে না। বাবু, পুকুরের জিয়ান্ত মাছ, পরশু রাত্রিরে নিজে ধরেছি, সে মাছ আমি তা বলে রেলে পাঠিয়ে নাম খারাপ করতে পারি না। পসা লুবো মাল দুবো, সে পুকুরের মাছ বলে বায়না নিয়ে রেলের মাছের কারবার করতে তো পারবো না। কী বলো না দাদা ?

জগা :

তাতো বটেই। তারপর ? সে মাছ কী হল ?

জেলে :

কী আবার হবে ? বল্লুম, বাবু যে হয়ে গেছে তা কী হয়েছে, কাল বৌভাত আছে, টাটকা মাছ, দিন ফুলশয্যের সঙ্গে জামাই বাড়ী পাঠিয়ে। সাগর বিশ্বেসের মাছ পাতে দিলেও নড়বে। হাঃ, হাঃ, হাঃ দিলে পাঠিয়ে।

জগা :

দেখ, ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমার তো নিজের পুকুর···

জেলে :

সে পুকুর ফুকুর আমার নেই দাদা, বল সুমুদ্দুর সুমুদ্দুর।

জগা :

হাঁা হাঁা, সুমুদ্দুর। তা দেখ সাগর ভাই, তুমি এক জায়গায় কিছু—

জেলে :

সে ক'মণ চাই বল্ না দাদা। পাঁশশো লোক বসিয়ে দাও, শালার সব পাতে যদি গোটা গোটা রুই মাছের মুড়ো না সাজিয়ে দিতে পারি তো আধখানা গোঁফ কামিয়ে ফেলবো। কোথায় কাজ বল দিকি ভাই ?

জগা :

সে কাজ তেমন কিছু নয়, মানে—জ্যান্ত চাই কিনা।

জেলে :

কিছু বলতে হবে না দাদা, সে তুমি টেরাই করে নিও। তবে দর আমার কিছু বেশী—আগে থেকেই বলে দিচ্ছি। তোমার খুশী হয় নাও, নয়তো সোজা সড়ক আছে সিধে চলে যাও, কিন্তু দর কমাতে বল না ভাই, মারামারি হ'য়ে যাবে। বিশ্বেস না হয় এই পেরসন্ন বাবুকেই জিজ্ঞেস্ করো।

জগা :

দরের জন্যে ভেবো না, পয়সা যত লাগে পাবে ভাই, আমার আগেকার মনিব বাড়ী—মস্ত লোক।

জেলে :

বলি, কবে কাজ? বিয়ে তো? ক রকম মাছ কোরবে? পোনা, চিংড়ি আর ভেটকি মাছের ফেরাই, কেমন? দেড় মণ ক'রে?

জগা :

না বিয়ে নয়, বাবুর শাশুড়ীর—

জেলে :

চতুর্থী? তাহলে ওর সঙ্গে পার্শে মাছ। সে দেখে নিও দাদা, ইয়া বড় বড় পার্শে মাছ, তেলে টইটুম্বর। শাশুড়ি সগ্গে বসে হাসবে, হ্যাঁ। হাঃ হাঃ হাঃ…

জগা :

না না, সে সব কিছু নয়। শাশুড়ির চোখের অসুখ, কোব্রেজ বলেচে রোজ জ্যান্ত গেঁড়ী ছুটো ক'রে—মানে জলটা—

জেলে :

গেঁড়ী ? হুস্ শালা।

জগা :

হ্যাঁ ভাই, কিন্তু আসল শঙ্খ গেঁড়ী হওয়া চাই। সমুদ্দুরের হলেই ভাল হয়—

জেলে :

হাত্তোর সমুদ্দুরের শঙ্খ গেঁড়ীর নিকুচি করেচে, চলো চলো, মাছের জায়গাটা দেখিয়ে দেবে চলো।

জগা :

চলো ভাই।

উভয়ের প্রস্থান

বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পৃথ্বীশের প্রবেশ ও তাহার প্রস্থানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী :

ভালো কথা, ঠাকুরপো—

পৃথ্বীশ :

আবার কী ? টালিগঞ্জ যেতে হবে, নেমন্তন্ন করতে ?

সুকুমারী :

না, না, টালিগঞ্জে নয় ভাই, এইখানেই।

পৃথ্বীশ :

বলো কী ! সত্যিই আরো নেমন্তন্ন বাকী রয়েছে ? Hopeless !

সুকুমারী :

লক্ষ্মীটী ঠাকুরপো, ভাই রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটী।

পৃথ্বীশ :

থাক্, আর তোমার মন্তর ঝাড়্তে হবে না। বলো কোথায় যেতে হবে। মাংস না হয় বাদই থাক্।

সুকুমারী :

না, না, এ বেশী দূরে যেতে হবে না। কিন্তু, ভাবছি তুমি রাগ কর্ব্বে না তো।

পৃথ্বীশ :

কী আশ্চর্য্য! আমি রাগ করব কেন?

সুকুমারী :

আচ্ছা, তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করি। তুমি যদি মত দাও তো হবে। তবে, তুমি যেন আপত্তি কোরো না ভাই।

পৃথ্বীশ :

বাঃ, বেশ মত চাওয়া তো তোমার! আমার মত না হলে সে কাজ করবে না—অথচ আমার আপত্তি করাও চলবে না, মন্দ নয়। তা কী ব্যাপার বলো তো?

সুকুমারী :

দেখো ভাই, আমার অনেক দিনের সাধ, বাড়ী তৈরী হবার সময় আসতুম, তখন থেকে মনে করে রেখেছি, তোমরা রাগ কোরো না—

পৃথ্বীশ :

কী মুস্কিল! রাগ কোরবো কেন? কী তোমার ইচ্ছে বল না

বৌদি, আমি বলছি যদি নেহাৎ অসম্ভব না হয়, তো তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করবার ব্যবস্থা আমি কোরবো।

সুকুমারী :

না না, অসম্ভব কেন হবে ?

পৃথ্বীশ :

আচ্ছা তবে বলে ফেলো বৌদি, লক্ষ্মীটী।

সুকুমারী :

ভাই ঠাকুরপো, ঐ যে রাস্তার ওপারে বস্তীটা আছে না ? ঐ বস্তীর লোকদের তুমি নেমন্তন্ন করে এসো ভাই।

পৃথ্বীশ :

বস্তীর লোকদের নেমন্তন্ন ! ক্ষেপেছ নাকি ?

সুকুমারী :

কেন হবে না ? বস্তীর লোকেরা কি মানুষ নয় ? আর তুমি যা মনে করছ তা নয়—এটা ছোট লোকের বস্তী নয়। আমি খবর নিয়েছি, সব ভদ্র গেরস্ত লোক। গরীব বলেই খোলার বাড়ীতে টিনের বাড়ীতে থাকে।

পৃথ্বীশ :

তা না হয় থাকে, বুঝলুম, তারা ভদ্রলোক, গেরস্ত লোক, সবই বুঝলুম, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা কী ?

সুকুমারী :

কেন, পাড়া-প্রতিবেশী সম্বন্ধ।

পৃথ্বীশ :

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, ! পাড়া প্রতিবেশী ? আরে এক বেলাও কাটেনি যে এখনো—(হাসিতে লাগিল)

সুকুমারী :

হাসির কথা এতে কিছু নেই ঠাকুরপো । এই পাড়াতে বাড়ী করে বাস করতে এসেছ । তোমরা না মনে করতে পার, কিন্তু তোমাদের ছেলে পুলেদের কাছে এইটেই হবে ভিটে। তোমরা অবিশ্যি এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বাড়ী বলতে সেই পুরোনো বাড়ীর কথাই ভাববে, পাড়া বল্লে তোমাদের সেই পুরোনো পাড়াটাই মনে পড়বে। কিন্তু তা তো আর চলবে না ভাই। আমরা সে-পাড়ার লোকেদের নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়াবো দাওয়াবো, আমোদ আহ্লাদ করব, আর এ-পাড়ার লোক, সামনের বাড়ীর, পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে, কেন ভাই ? আমরা তো এখানে তিনদিনের জন্যে বাড়ী ভাড়া নিয়ে বিয়ে থা দিতে আসিনি, আমরা এসেছি এখানেই বসবাস করতে—

পৃথ্বীশ চুপ করিয়া রহিল

সুকুমারী :

তুমি ভেবে দেখ ভাই ঠাকুরপো—

পৃথ্বীশ :

ভেবেই দেখছি বৌদি । তোমার কথাগুলো এত সত্যি, আর এত চমৎকার সত্যি যে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি তোমার বুদ্ধি দেখে। সত্যি, আমরা যদি এ পাড়ার লোককে পাড়ার লোক বলে ভাবতে না চাই, তা হলে তো আমরা এদের কাছে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয়েই থাকব।

সুকুমারী : (সোৎসাহে)

বল তো ভাই, আপদে বিপদে আদ্দেক রাত্তিরে এদের ডাকব না তো কি শ্যামবাজার ভবানীপুর টেলিফোন করে—

পৃথ্বীশ :

আর বলতে হবে না বৌদি, আর বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।

সুকুমারী

(পৃথ্বীশের সমর্থন পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া) আরো দেখ ভাই ঠাকুরপো বড়লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা মধ্যবিত্ত গেরস্ত, তারা অনেক নেমন্তন্ন খায়, অনেক ভাল মন্দ খেতে পায়। আর যারা একেবারে কাঙ্গালী, মেথর, ভিখিরি, তারাও চেয়ে মেগে ভাল খাবার যথেষ্ট খায়। কিন্তু যারা গরীব অথচ ভদ্দর লোক, পয়সার অভাবে এই রকম টিনের বাড়ীতে থাকে, তাদের দুবেলা দুমুঠো শাক-ভাত ছাড়া আর কিচ্ছু জোটে না, তাদের ছেলে মেয়েরা—

পৃথ্বীশ :

লোকের বাড়ীর দোর-গোড়ায় গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতেও পারে না, আর ভেতরে নিমন্ত্রিতের ফরাসে গিয়ে বসবার অধিকারও তারা পায়নি। ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক্ কথা।

সুকুমারী :

(খুশী হইয়া) তা হলে তুমি ওদের বাড়ী গিয়ে বলে আসবে তো ঠাকুরপো, হ্যাঁ? ভাল করে বলতে হবে ভাই—

পৃথ্বীশ :

(কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) তা—ব—ল্—তে পারি, যদি তুমি একটা

কাজ করতে পার।

সুকুমারী :

(সাগ্রহে) কী কাজ, কী কাজ ? বল । আমি ঠিক করব।

পৃথ্বীশ :

উঁহু, সে তুমি পারবে কি ?

সুকুমারী :

(ভয় পাইয়া) কেন ভাই, সে কি খুব শক্ত কাজ ?

পৃথ্বীশ :

হুঁ, তা একটু,—একটু কেন বে—শ একটু শক্ত বইকি।

সুকুমারী :

কী ভাই ঠাকুরপো ? বল না—

পৃথ্বীশ :

নেমন্তন্ন করতে পারি, যদি চট্ করে ছাতাটা পাঠিয়ে দাও।

সুকুমারী :

(হাসি মুখে) চালাকি হচ্ছিল আমার সঙ্গে, না ? এমনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। বাবাঃ ! আমি বলি কী না কী।

পৃথ্বীশ :

এই তো দেরী কচ্ছ। তবে আর হল না।

সুকুমারী :

না না, এই যাচ্ছি, তোমার ছাতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দ্রুত প্রস্থান

পৃথ্বীশ সিগারেট ধরাইল।

জগার প্রবেশ

জগা কার্পেটে হাত লাগাইতে পৃথ্বীশ বলিল—

পৃথ্বীশ :

কী রে জগা, তোর সকাল থেকে একটা কার্পেট পাতা শেষ হল না? কী যে করিস তার ঠিক নেই। নে নে চট্‌পট্ সেরে নে।

যেদিক গুটানো ছিল পায়ে করিয়া খুলিতে লাগিল। জগা দেখে নাই, সে অপর দিকে গুটাইতে লাগিল।

জগা :

(হঠাৎ দেখিতে পাইয়া) ও কী করছেন, ছোটবাবু? আপনি কেন আবার—

পৃথ্বীশ :

তোর যে আঠারো মাসে বছর। নে, নে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির পেতে দিয়ে যা, এই কার্পেট পাতা নিয়ে সারা বেলা কাটিয়ে দিলি…

আবার খুলিতে লাগিল

জগা :

নাঃ, আমি আর পারি না। (কাছে আসিয়া) এটা এখানে পাতা হবে না ছোটবাবু। এটা—

পৃথ্বীশ :

এখানে পাতা হবে না ? কেন ? তোমার হুকুম ?

জগা :

আজ্ঞে, এটা ওপোরে পাত্‌তে হবে কিনা। ওপোরে মেয়েরা আসবেন, বসবেন—

পৃথ্বীশ :

মার খেয়ে মরবি দেখছি জগা। ওপোরে কে আসবেন আর কোথায় বসবেন সে চিন্তা তোকে করতে হবে না, তোকে যা হুকুম করছি তাই কর। পেতে ফেল ঠিক করে।

জগা :

(হতাশ হইয়া) যে আজ্ঞে।

পৃথ্বীশ :

আর দেখ, ওপোর থেকে আমার ছাতাটা নিয়ে আয়, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

জগা প্রস্থানোদ্যত। নেপথ্যে প্রসন্নবাবুর কণ্ঠ—

ওরে, কে আছিস্, একবার ভট্‌চার্যি মশাইকে ডেকে দে তো, আর কী চাই, একবার দেখে নিন।

বলিতে বলিতে মধ্যের দরজা দিয়া পট্টবস্ত্রপরিহিত প্রসন্নবাবুর প্রবেশ। অপর দরজা দিয়া সেই মুহূর্তে জগার প্রস্থান। দেখিতে পাইয়াই তিনি তাহার পশ্চাতে গিয়া ডাকিলেন—

প্রসন্ন :

জগা !

জগা :

(ফিরিয়া) আজ্ঞে ?

প্রসন্নবাবু পৃথ্বীশের দিকে পিছন ফিরিয়া কথা কহিতে-ছিলেন। পৃথ্বীশের হাতে সিগারেট ছিল বলিয়া সে অন্য দিক দিয়া প্রস্থান করিল।

প্রসন্ন :

তুই পালাচ্ছিলি যে বড় ? যেই আমার সাড়া পেয়েছিস অমনি পালাচ্ছিস ? তোদের কি ফাঁকি দেওয়া আর পালিয়ে বেড়নো ছাড়া আর কিছু কাজ নেই ?

জগা :

আজ্ঞে না বাবু, পালাবো কেন ?

প্রসন্ন :

পালাবো কেন ? পালাচ্ছিস চোখের সামনে দিয়ে, তবু বলবি পালাবো কেন ?

জগা :

আজ্ঞে বাবু, ওপোরে যাচ্ছিলুম ছা—

প্রসন্ন :

ওপোরেই যদি যাচ্ছিলে, তো কার্পেটটা হাতে করে নিয়ে যেতে পারতে না ?

জগা :

কার্পেটটা যে ছোটবাবু বল্লেন নীচেই পাতা হবে।

প্রসন্ন :

তবু তর্ক করে। পাঁশশো বার বলছি নীচে পাতা হবে না, হবে না, হবে না। তবু শুনবে না। ছোটবাবু বলেছে। বলুক ছোটবাবু। ছোটবাবুর চেয়ে আমি বয়সে বড়, তা জানিস্?

জগা :

(ঘাড় নাড়িয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রসন্ন :

তবে ?

জগা নিরুত্তর

প্রসন্ন :

তবে কী বল্‌তে চাস তুই বল ?

জগা :

আজ্ঞে না, ছোটবাবুর চেয়ে আপনি বড়, তাতে আর আমার কী বলবার আছে ?

প্রসন্ন :

নেই তো ? তবে তর্ক কর কেন বাবা ? যা বলছি তাই কর।

জগা :

(কার্পেটে হাত লাগাইতে গিয়া আপন মনে) আবার ছোটবাবু আমায় বকাবকি করবেন।

প্রসন্ন :

(শুনিতে পাইয়া) কী? ছোটবাবু বকাবকি করবে? আমার কথার ওপোর ছোটবাবু বকাবকি করবে? ডাক ছোটবাবুকে।

জগা বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল।

জগা :

এই যে ছোটবাবু এসেছেন।

পৃথ্বীশ প্রবেশ করিল, হাতে ছাতা।

পৃথ্বীশ :

জগা, তোকে না বলেছিলুম ছাতাটা ওপোর থেকে আনতে?

জগা :

আজ্ঞে, আমি তো যাচ্ছিলুম, বড়বাবু বললেন—

প্রসন্ন :

আমি? আমি তোকে ছাতা আনতে বারণ করলুম?

পৃথ্বীশ :

(ছাতা উঠাইয়া) দেব বেটার মাথা ভেঙ্গে এই ছাতার বাড়িতে। দাদা তোকে ধরে রেখেছিলেন, না?

জগা :

আজ্ঞে না, উনি বলছিলেন—

পৃথ্বীশের প্রস্থান

প্রসন্ন :

মুখের ওপোর তর্ক করোনা জগু।

কাজে ফাঁকি দিয়ে কথা দিয়ে ভর্ত্তি করতে যেয়ো না। জেনো, চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয়না। বুঝেছ? (জগা নীরবে ঘাড় নাড়িল) যাও, ছাতা নিয়ে এসো।

জগা :

আজ্ঞে, ছাতা তো ওঁর কাছে—

প্রসন্ন :

ফের তর্ক করে? কোন কথা নয়, আগে ছাতা এনে তবে এখান থেকে নড়বে। যাও।

ধীরে ধীরে জগার প্রস্থান

প্রসন্ন :

বেটা পাজির পাঝাড়া। (জানালা দিয়া পৃথ্বীশকে দেখিয়া) তুমি কি বেরোচ্ছ নাকি পিতু?

পৃথ্বীশ : (নেপথ্যে)

আজ্ঞে হাঁ।

প্রসন্ন :

তা বেশী দেরী করো না যেন, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, কোন দিক যে সামলাবো তা বুঝতে পাচ্ছি না। যেটি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না করাব, সেটি হবেনা, বুঝলে?

প্রসন্ন একবার বাহির হইয়া গেলেন, পরক্ষণেই প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া ডাকিলেন "জগা জগা"। জগা ছাতা হাতে প্রবেশ করিল।

জগা :

এই নিন বাবু।

প্রসন্ন :

ছাতা ? কী হবে ?

জগা :

আপনি আনতে বল্লেন।

প্রসন্ন :

আমি আনতে বল্লুম ? আমি কেন বলবো ? ও, পিতুর জন্যে বলেছিলুম বটে। তা সে যে বেরিয়ে গেল, যা যা দৌড়ে যা, ছাতাটা দিয়ে আয় ছোটবাবুকে।

জগা :

ছোটবাবু ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন বাবু।

প্রসন্ন :

ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে ? তা বেশ, তাহলে ছাতাটা রেখে দে বাবা। রেখে তুই একবার ইস্টেটা করে ফেল। কী বলছিলুম—হ্যাঁ, আগে কার্পেটটা ওপোরে রেখে দিয়ে আয় দিকি।

জগা ছাতা রাখিয়া কার্পেট গুটাইতে লাগিল, প্রসন্নবাবু সহায়তা করিতে লাগিলেন। সুকুমারীর প্রবেশ: সদ্যস্নাতা, চওড়া লাল-পাড় গরদ শাড়ী পরণে।

সুকুমারী :

(গালে হাত দিয়া এক মুহূর্ত দাঁড়াইলেন, তারপর) ধন্যি বলি তোমাকে !

তুমি এখানে কার্পেট পাতছো ! আর কি বাড়ীতে লোক নেই ?

প্রসন্ন :

না, না, পাতবো কেন ? কার্পেট গুটোচ্ছি । হ্যাঁ রে জগা, গুটোচ্ছিস তো ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ হ্যাঁ, গুটোচ্ছে । তুমি উঠে এসো দিকিনি । চারদিকের কাজ পড়ে রয়েছে । পূজোয় বসবে বলে চান করে নীচে এলে, আর তুমি কিনা এখানে কার্পেট গুটোচ্ছ ? মা গো মা, কোথায় যাবো আমি ! (গালে হাত দিলেন) তোমার ঐ কাজ ?

প্রসন্ন :

(অপ্রস্তুতভাবে) না না, আমি এই তো আসছি । জগাকে বলতে এসেছিলুম—ঐ যে ছাতাটা আনতে বল্লুম কিনা, তাই—

সুকুমারী :

ছাতা ? ছাতা এখন কী হবে ? এখন আবার বেরোবে নাকি ?

প্রসন্ন :

না, আমি বেরোবো না, ঐ পিতু কোথায় যাচ্ছিল ।

সুকুমারী :

ঠাকুরপোকে আমি ছাতা পাঠিয়ে দিলুম যে ।

প্রসন্ন :

ও, তুমি দিয়েছ বুঝি ? বেশ করেছ । জগাকে বল্লুম—তা বল্লে কি কথা শুনবে । এক কথা হাজার বার বল না, তবু বেটার মাথায় ঢুকবে না । কোন কথা ওর মনে থাকে না —

হাত ও কাপড়ের ধুলা ঝাড়িতে লাগিলেন

সুকুমারী :

আচ্ছা তুমি এখন এসো, পুরুত ঠাকুর বসে রয়েছেন, তুমি পূজোয় বসবে এসো।

প্রসন্ন :

বেটাকে বললুম ঝাঁট দিতে, তা কি দেবে ? খালি কথার ভটচায্যি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—জগা একবার দৌড়ে যা তো বাবা, ভটচায্যি মশাইকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

সুকুমারী :

ভটচায্যি মশাইকে আবার কোথায় ডাকতে যাবে ? বল্লুম না তিনি তোমার জন্যে বসে রয়েছেন ? তুমি এসো এসো, হোমটা আরম্ভ হলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।

প্রসন্ন :

নিশ্চয় নিশ্চয়, ঐটেই হলো আসল, গৃহ-প্রবেশের প্রধান কাজই হল ঐটে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) জগা, কার্পেটটা আগে ওপোরে পেতে দিয়ে আয়, বুঝলি ? সব কাজ ফেলে তুই আগে ওপোরে মেয়েদের বসবার জায়গাটা ঠিক করে দে।

সুকুমারী :

এখন থেকে মেয়েদের বসবার জায়গা করার তাড়া কিসের ? সে তো সন্ধ্যে বেলায়—

প্রসন্ন :

আহা, তুমি জানো না, মেয়েদের ব্যাপার, ও আগে থাকতে সেরে রাখাই ভালো।

সুকুমারী :

(সহাস্যে) তাই বটে। মেয়েদের ব্যাপার আমি জানি না, যত জানো তুমি। আচ্ছা, তুমি এসো।

উভয়ের প্রস্থান।

জগা এদিক ওদিক দেখিয়া একটা বিড়ি ধরাইতে যাইতেছিল, হঠাৎ যেন কাহার পদশব্দ শুনিয়া বিড়ি লুকাইয়া ফেলিল। তারপর কার্পেট তুলিতে উদ্যত হইল, ভিতর হইতে প্রসন্নবাবুর ডাক আসিল—

প্রসন্ন : (নেপথ্যে)

জগা, ও জগা একবার চট্ করে শুনে যা।

জগা একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কার্পেট তুলিতে গেল, পুনরায় ডাক আসিল—

প্রসন্ন : (নেপথ্যে)

জগা—

কার্পেট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জগার প্রস্থান।

মধ্য

(মধ্যাহ্ন)

পর্দ্দা উঠিল। সেই কক্ষ। প্রসন্নবাবুর ভগ্নী মহালক্ষ্মী ও স্ত্রী সুকুমারী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন। পরে মহালক্ষ্মী সোফায় বসিলেন।

মহালক্ষ্মী :

আমাকে দোষ দিলে কী হবে বউ? দুপুর গড়িয়ে কি আর সাধে এসেছি? তোর নন্দাইটীকে তো জানিস। কাল রাত্তির থেকে বলে রেখেছি, ওগো, সকাল বেলা আমার গাড়ী চাইই, কোনও রকমে যেন দেরী করো না। কে কাকে বলছে! ওঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। আমি ভোর থেকে গোছগাছ করে বসে আছি, সেই যে বেড়াতে গেছেন, গাড়ী আর ফেরে না।

সুকুমারী :

তা, তুমি তো ভাই—

মহালক্ষ্মী :

তাও মনে করেছিলুম একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে আসি। কিন্তু উনি না ফিরলে আসতে ভরসা হল না ভাই! আজকাল যা চুরী হচ্ছে চারদিকে। এই পরশু দিন আমাদের পাশের বাড়ীতে কী কাণ্ড হলো ভাই!

সুকুমারী :

কী হলো ঠাকুরঝি ?

মহালক্ষ্মী :

ওমা, শুনিসনি ? সে একটা বুড়ো, কাশীর পাণ্ডা সেজে এসে বাড়ীতে উঠেছে। বাড়ীর লোকদের কি আর মনে আছে পাণ্ডার চেহারা। কবে গিন্নী গিছলো কাশীতে অনেক কাল আগে। সেই বুড়োকে গুরুর আদরে খাতির করে খাইয়ে দাইয়ে ওপোরের ঘরে শুতে দিয়েছে। আর সকালে উঠে দেখে সে পাণ্ডাও নেই আর গিন্নীর ক্যাশবাক্সও নেই, আলমারী ভাঙ্গা—

সুকুমারী :

য়্যাঁ, বল কী! তা সে বুড়ো জানলে কী করে যে ঐ আলমারিতে ক্যাশ বাক্স আছে ?

মহালক্ষ্মী :

বাড়ীর মেয়েদের আদিখ্যেতা। লোকটাকে বসিয়ে তার সামনেই আলমারি খুলে টাকা বার করেছে, কুষ্ঠী বার করেছে তাকে দেখাবার জন্মে। মাগো! বাড়ীর মধ্যে একটা উটকো মানুষ, আমার তো মনে করলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সুকুমারী :

ওমা, তা আর ওঠে না!

মহালক্ষ্মী :

তাই জন্মে আরও আসতে ভরসা হল না ভাই। মনে করলুম উনি এলেই চলে আসব। তা উনি আবার আজ ফিরলেন অন্য দিনের চেয়েও দেরী করে।

ঐ যে আমার দরকার কিনা। আমার সঙ্গে যেন ওঁর শত্তুরতা আছে।

সুকুমারী :

ঠাকুরজামাই বোধ হয় কোন কাজে আটকে পড়েছিলেন।

মহালক্ষ্মী :

কাজ না হাতী! বেড়াতে যাবার নাম করে রোজ সকাল বেলায় গড়ের মাঠের ধুলো একবার না খেলে ওঁদের আর ভাত হজম হয় না। কাজ! যাস না একবার, দেখবি যত বুড়ো, আধবুড়ো জজ ম্যাজিষ্ট্রেট উকীল ব্যারিষ্টার সব বসে বসে ইয়ার্কি মারছে, আর সারি সারি মটর গাড়ীগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি একবার গাড়ী চাই দিকি। তার বেলা গাড়ীর সময় হয় না। এই তোকে বল্লুম, দাদা যদি গাড়ী কেনে, কক্ষণো একখানা গাড়ী কিনতে দিবিনি, দুখানা কেনাবি, একটা নিজের জন্যে রাখবি, একটা দাদাকে দিবি। তা নইলে একবার গঙ্গা নাইতে যেতে চাইলে ছ'মাসে গাড়ীর সময় হবে না। আমি আজ ওঁকে শেষ কথা বলে দিইছি—আসছে মাসে যদি আর একটা গাড়ী না কেনো তো তোমার গাড়ীতে আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

সুকুমারী :

ঠাকুরজামাই হলেন হাকিম মানুষ, তাঁর কাছে কি আমরা?

মহালক্ষ্মী :

(খুশী হইয়া) তা ভাই, হাকিম বলে তেমনি খরচাও বড্ড বেশী করতে হয়। মান সম্ভ্রম বজায় রাখতে এত বাজে খরচা হয় ভাই যে কী বলব।

সুকুমারী :

তা তো হবেই, তা আর হবেনা?

মহালক্ষ্মী :

কেন, আমার দাদারও তো কারবার খুব ভাল চলছে। তুই বলবি শুধু বাড়ী হলেই হয় না। গাড়ী দু'খানা যদি নাই হয়, নিদেন একখানাও এখন কেনাবি।

সুকুমারী :

হ্যাঁঃ, তোমার দাদা আবার গাড়ী কিনবেন ! হুঃ ! বল্লে বলবেন সে পয়সা দিয়ে দেশে আর একটা পুকুর কাটিয়ে দিলে দেশের লোকগুলোর প্রাণ-রক্ষে হবে। এই কত বলে' বলে' তবে এই বাড়ীটা শেষ করতে পেরেছি ভাই। কী করে যে পুরোণো বাড়ীতে দিন কাটিয়েছি ভাই ঠাকুরঝি, সে আমিই জানি। একখানি একখানি পায়রার খোপ নিয়ে পঞ্চাশ জনে থাকা আর কী চলে ? ছেলেপুলেরা বড় হচ্ছে, একটু নড়বার চড়বার জো নেই।

মহালক্ষ্মী :

বাবাঃ, সে বাড়ীর কথা আর বলো না ভাই। আমার তো ঢুকলেই মনে হত যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঐ জন্যে তো এদানি আর যেতেই চাইতুম না। বড় খোকা বলে, মামার বাড়ী নয় তো চিঁড়িয়াখানা, বারান্দা দিয়ে যাও আর এক এক ঘরে এক এক মূর্ত্তি দেখ। (হাসিতে হাসিতে) বলি দূর হতভাগা ছেলে, বলতে আছে ?

সুকুমারী :

(হাস্য) তা মিথ্যে বলেনি ভাই।

জগার প্রবেশ

জগা :

মা, বামুন ঠাকুর বলচেন—এই যে পিসিমা এয়েচেন ? (প্রণাম করিল)

ভালো আছেন পিসিমা ? কই খোকাবাবুদের দেখছি না ?

মহালক্ষ্মী :

না বাবা, ওদের তো আজ ছুটি নেই, ওরা বিকেলে তোমার পিশেমশায়ের সঙ্গে আসবে। তুমি ভাল আছো তো জগু ?

জগা :

আপনার ছিচরণের আশীর্ব্বাদে ভালোই আছি। হ্যাঁ মা, বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেসা করচেন এঁচোড় কি সব গুলো এখন রাঁধবে ?

সুকুমারী :

না না, এখন সব রাঁধবে কেন ? এ-বেলা তো খালি গুটিকতক বামুন আর এই বাড়ীর লোকজন খাবে। রাত্তিরেই তো সব নেমন্তন্নর লোক আসবে। তুই বলে দে, যা কোটা আছে তার আদ্ধেকেরও কম এখনকার মতন করুক। কী বল ঠাকুরঝি ?

মহালক্ষ্মী :

তা তো বটেই। অতো এঁচোড় এখন কী হবে ?

জগা :

আচ্ছা, আমি তাই বলি। (প্রস্থানোদ্যত)

সুকুমারী :

আর দেখ, এক খানা দই আর কিছু মিষ্টি ভিয়েনের বামুনদের দিয়ে রাখ, ওদের যখন ফুরসৎ হবে ওরা জল খাবে। এই হাঙ্গামে আমার মনে থাকে কি না, তোর মাসিমাকে বল ভাঁড়ার থেকে বার করে দিক।

জগা ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল

মহালক্ষ্মী :

কে, বিনু এসেছে নাকি ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ, ও তো কাল থেকেই এসে রয়েছে। আজ সকালে কমলাও এসেছে। পিসিমা বুড়ো মানুষ, কী করবেন। আর আমি ভাই এত হাঙ্গামে যেন থৈ পাচ্ছিলুম না। ওরাই তো সব ব্যবস্থা করছে।

মহালক্ষ্মী :

(গম্ভীর হইয়া) হুঁ, তা বেশ।

সুকুমারী :

এখন তুমি এলে ভাই, আমি বাঁচলুম। যা করবার সব তুমিই কর।

মহালক্ষ্মী :

(খুশী হইয়া) কিছু ভাবতে হবে না তোকে বউ, আমি যখন এসেছি তখন তোকে আর কিছু ভাবতে হবে না।

জগার প্রবেশ

মহালক্ষ্মী :

কী রে জগু, কী চাই ?

জগা :

মাসীমা ভাঁড়ারের চাবি চাইলেন, মা।

সুকুমারী :

দেখলে ভাই, চাবিটা দিতেই ভুলে গেছি। এই নে। (আঁচল হইতে চাবি দিতে গিয়া চাবি পাইলেন না) য়্যাঁ, চাবিটা কোথায় ফেল্লুম ? চাবি ?

মহালক্ষ্মী :

সে কী রে ? কাজের বাড়ীতে তুই চাবি হারালি নাকি ? কত উট্‌কো লোক ঘোরা ফেরা করছে, নেমন্তন্ন বাড়ী দেখলে, ভদ্দরলোক সেজে কত জোচ্চোর এসে ঢুকে পড়ে। তারপর খেয়ে দেয়ে যাবার সময় এটা সেটা যা পায় হাঁতিয়ে নিয়ে যায়। আর তুই কিনা চাবি হারিয়ে বসলি !

সুকুমারী :

তাইতো, কোথায় রাখলুম ?

মহালক্ষ্মী :

নাঃ, তুই এখনো সেই খুকিটি আছিস। চিরকাল তুই চাবি হারাবি ?

সুকুমারী :

সত্যি ভাই, চাবি হারানো আমার যেন একটা রোগ।

মহালক্ষ্মী :

হারালি হারালি, ভাঁড়ারের চাবিটা হারালি কী বলে ? কী হবে এখন ?

সুকুমারী :

ভাঁড়ারের আর একটা চাবি দড়ি বাঁধা আছে, তার জন্যে নয়। কিন্তু চাবির রিংটাতে যে আমার আলমারি দেরাজের সব চাবি আছে। কী হবে ?

মহালক্ষ্মী :

তবেই হয়েছে। তাহলে আর সে চাবি তুমি পেয়েছ।

সুকুমারী :

(উৎকণ্ঠিত স্বরে) জগা, দেখ বাবা, খুঁজে দেখ, এক টাকা বকশিস দেবো।

জগার প্রস্থান

ঐ জগা দিনের মধ্যে সাতবার আমার চাবি কুড়িয়ে পায়। অন্য চাকর হলে যে কী হতো, তা জানি না। এসো ভাই ঠাকুর-ঝি, ওপোরে এসো।

মহালক্ষ্মী :

চল্। তাইতো, তুই আবার চাবি হারালি, কী হবে তাই ভাবছি—

উভয়ের ভিতরে প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া জগার প্রবেশ

জগা :

একটা টাকা আমার বরাতেই নাচচে। যেমন বাবু আমার আশুতোষ, তেমনি মা হয়েচেন আমাদের ভোলানাথ। দিবে রাত্তির ভুলেই আছেন। এমন মনিব আর হয় না।

টেবিল চেয়ার সোফার তলায় চাবি খুঁজিতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় পাশের ঘর হইতে এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ :

ওহে বাপু, শোনো, শোনো। (জগা দাঁড়াইল) বলি রান্নার আর দেরী কত বল দিকি ?

জগা :

রান্নার ? আজ্ঞে না, রান্নার তো দেরি নেই। সবই হয়ে গেচে। এইবার নুচি ভাজবে আর দেবে।

ব্রাহ্মণ :

নাকি ? দেরি নেই ?

জগা :

আজ্ঞে না। দেরি কোথায় ?

ব্রাহ্মণ :

তবু ?

জগা :

আজ্ঞে তবু আবার কিসের ?

ব্রাহ্মণ :

বলি, দশ মিনিটও দেরি আছে তো ? কী বল ?

জগা :

আজ্ঞে না ঠাকুরমশাই, এই পাতা কল্লেই হয়। আবার দেরি কিসের ?

ব্রাহ্মণ :

তাইতো। আমি মনে কচ্ছিলুম একবার বাড়ী থেকে হয়ে আসব। পেন্তিটা বড্ড কাঁদছিল আসবে বলে। তার জন্যে মনটা কেমন কচ্ছে। ভাবছিলুম তাকে না হয় নিয়েই আসি।

জগা :

আজ্ঞে, তা আসুন না, নিয়েই আসুন।

ব্রাহ্মণ :

তুমি যে বলছ এক্ষুনি পাতা করবে—

জগা :

আজ্ঞে হাঁা, পাতা করব বইকি। এই এ'চোড়টা নাবলেই পাতাটা করে ফেলবো।

ব্রাহ্মণ :

তাহলে আর বাড়ী থেকে হয়ে আসবার সময় হবে কি ? এঁচোড়ের কালিয়া ফুটছে তো ?

জগা :

খুব সময় হবে। ফুটতে আর কতক্ষণ ? যে আঁচ দিয়েচি, তরকারিতে জল দিতে তর সইবে না, টগ বগ করে ফুটে উঠবে।

ব্রাহ্মণ :

ও। তাহলে এখনো জল দেয় নি। তবে—

জগা :

আজ্ঞে, আগে কসে নিতে হবে তো। কসে নিয়েই জলটা দেবে। জল দিতে আর হাঙ্গামটা কী বলুন না।

ব্রাহ্মণ :

হাঁা, হাঁা, এঁচোড় খুব কসে নেওয়া দরকার। ও যত কসবে তত সুতার হবে। তাহলে এখনো কসা হয়নি, কেমন ?

জগা :

তা চাটনির কড়াতে তো আর এঁচোড় চড়াতে পারে না। কড়াটা ধুয়ে নিচ্ছেন দেখে এলুম, এতক্ষণে চড়াবার যোগাড় করছেন। চড়ালে আর কতক্ষণ লাগবে ?

ব্রাহ্মণ :

(আশান্বিত) তাহলে বাড়ীতে একবার যাব নাকি ? পেন্তিটাকে নিয়ে—, আবার পেন্তিটাকে আসতে দেখলে ছোট খোকাটা না বায়না ধরে।

সেই হয়েছে আমার ভাবনা। বড্ড ওর ন্যাওটা কিনা।

জগা :

আজ্ঞে হাঁ। ছোট খোকা-ঠাকুরকেও নিয়ে আসবেন বইকি। সে কী কথা।

ব্রাহ্মণ :

সেটাকে মিথ্যে আনা বাবা। তুমি এত করে বলছ বটে, কিন্তু কিচ্ছু খেতে পারে না। খালি ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করবে। তাকে এক তার গর্ভধারিণী পাশে বসে না খাওয়ালে কেউ খাওয়াতে পারে না।

জগা :

সে তো ভালোই হয়, ঠাকুর মশাই। মা-ঠাকরুণের যদি পা'র ধুলো পড়েন তা'লে বাবু কত খুশী হবেন। আহা।

ব্রাহ্মণ :

না, না, সেটা কি ভালো দেখাবে? তাঁর আসাটা—সে থাক। বরং বড় খোকা একটু গুছিয়ে খেতে শিখেছে, সেই যাহোক করে খাইয়ে দেবে। কিন্তু তার যে আবার পরীক্ষে আজ।

জগা :

হলই বা পরীক্ষে, ঠাকুরমশাই। পরীক্ষে বলে কি লোকে নেমন্তন্ন খাওয়া ত্যাগ করবে নাকি?

ব্রাহ্মণ :

তা তুমি যখন এত করে বলছ তখন যাই একবার। তার ইস্কুলও বেশী দূরে নয়। না হয় মাষ্টারকে বলে ছুটি করে—

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভালো। পরীক্ষে তখন হবে'খন এর পরে।

ব্রাহ্মণ :

তাহলে রান্নার এখনো একটু দেরী আছে। মানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব, য়্যাঁ?

জগা :

আজ্ঞে সে ভয় করবেন না। দেরী কিছুই নেই। বিলম্ব একটু হতে পারে, কিন্তু দেরীর তো কোনো কথাই নেই। ঐ যে বম্লুম এঁচোড়টা চড়িয়ে, ঐটে নাবিয়ে নিয়েই অমনি ঐ কড়াতেই ছ্যাঁক করে মুগের ডালটা বসিয়ে দেবে। কড়া ধোবারও দরকার নেই। বুঝলেন না?

ব্রাহ্মণ :

আচ্ছা, তাহলে চট করে একবার ঘুরেই আসি। তুমি এত করে অনুরোধ করছ। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া) হ্যাঁ, দেখ বাবা, তুমি দুঃখু করো না। তোমার মাঠাকরুণের আসাটা তেমন ঠিক হবে কি? অবশ্য তোমার গিন্নীমা খুবই খুশী হবেন, সে আমি জানি।

জগা :

আজ্ঞে হাঁা, সকলেই খুশী হবেন। আর তাছাড়া তিনি না এলে যে ছোট খোকাঠাকুরের বড্ড কষ্ট হবে।

ব্রাহ্মণ :

কিন্তু, সে ভালো দেখায় না। আচ্ছা— (চুপে চুপে) তোমার কাছে আনা দুয়েক পয়সা হবে বাবা? আবার একটা রিক্সা ভাড়া লেগে যাবে—

জগা :

তাতে আর কী হয়েছে? এই যে আসুন না।

ট্যাঁক হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে জগা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

একটু পরে একটি ভদ্রলোকের প্রবেশ, নাম বঙ্কুবাবু। প্রায় বৃদ্ধ। ডবল-ব্রেষ্ট সার্ট, পাকানো চাদর, কোঁচা উলটানো ধুতি এবং বার্ণিস করা জুতো পরণে। জামা কাপড় অর্দ্ধমলিন, সাজ-সজ্জায় ছিন্ন মেরামতির বহু চিহ্ন। সব শুদ্ধ মিলিয়া দারিদ্র্য ও তাহাকে চাপা দিয়া ভদ্রতা রক্ষার প্রচেষ্টা অতি পরিস্ফুট।

বঙ্কু :

এ কী রকম হল? দইওলাটা বল্লে শ্রাদ্ধবাড়ী, অনেক লোকজন খাচ্ছে, দুপুর থেকেই খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু কই? লোকের ভিড় তো দেখছি না। সব কি বসে গেছে নাকি। না কি বাড়ী ভুল করলুম। (পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া) ঐ তো ওঘরে ক'টি বামুন রয়েছে। ঐ ক'টি বামুন? উঁহু, বোধহয় ঠিকানার ভুলই হয়েছে। (আঘ্রাণ লইয়া) হুঁ, মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। তবে তো শ্রাদ্ধবাড়ী নয়। ও—তাই বটে, (বাহিরের দিকে চাহিয়া) দরজায় কলাগাছ আমপাতা রয়েছে না? (চারিদিকে চাহিয়া) নতুন বাড়ী। নিশ্চয় গৃহ-প্রবেশ। তা হলে এমন সময় তো ভিড় হবে না। আর ভিড় না হলে আমারও সুবিধে হবে না। তাই তো, ফিরে যাব? তাই যাই, রাত্তিরে বরং চেষ্টা দেখা যাবে। এ বেলা

আর ভগবান মাপেন নি।

প্রস্থানোদ্যত। প্রসন্নবাবুর বাহির হইতে প্রবেশ। মুখোমুখি হইয়া বন্ধু অপ্রস্তুত। পরক্ষণে সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিয়া—

বন্ধু :

আপনি আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না? আমি— আমি—

প্রসন্ন :

বিলক্ষণ। আস্তাজ্ঞে হোক, আস্তাজ্ঞে হোক। নমস্কার বসুন, বসুন।

বন্ধু :

না, না, থাক থাক, এখন আর—

প্রসন্ন :

সে কী কথা। ওরে জগা, তামাক দিয়ে যা।

বন্ধু :

না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

প্রসন্ন :

কিছু না, কিছু না। কিছু ব্যস্ত হইনি। এই চাকরগুলো হয়েছে এমনি, সকাল থেকে একটা কাজে পাবার জো নেই। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে জগা— নাঃ, এদের জ্বালায় দেখছি আর লোকের কাছে মানসম্ভ্রম থাকে না। দেবো সব বিদেয় করে—

জগার প্রবেশ

জগা :

বড়বাবু ডাকছিলেন ?

প্রসন্ন :

এই যে জগু, একটা নতুন হুঁকো করে তামাক সেজে আনো তো। বাড়ীতে ভদ্রলোক এলে এক কল্কে তামাক দিতে হয়, এ তোমরা শেখনি ?

জগার প্রস্থান

বঙ্কু :

তাহলে ইনিই বড়বাবু। (প্রকাশ্যে) আপনি স্থির হয়ে বসুন বড়বাবু, আমার জন্যে—

প্রসন্ন :

না, না, আমি আর এখন বসব না। আপনি বসুন, অপনি বসুন। (বলিতে বলিতে উভয়েই সোফায় বসিলেন) আমার কী আর বসবার সময় আছে ।

বঙ্কু :

তা তো বটেই, এ একটা বিরাট কার্য্য, একটা যজ্ঞের ব্যাপার।

প্রসন্ন :

আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলেছেন। গৃহ-প্রবেশ তো নয়, যেন দুর্গোৎসব কাণ্ড। আমার কি আর একদণ্ড স্থির হবার জো আছে। এই ব্রাহ্মণদের পাতা করে বসিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। অনেক বেলা হয়ে গেল।

বঙ্কু :

তা হোক, তা হোক। বৃহৎ কর্ম্মে বেলা একটু অমন হয়েই থাকে। একে বেলা বলে না—

প্রসন্ন :

তাইতো, আপনাকে তামাক টামাক--ওরে জগা, (উঠিয়া) কিছু মনে করবেন না. আমি একবার ওদিকে দেখি—

বলিতে বলিতে প্রসন্নবাবু কয়েক পা অগ্রসর হইলেন, এমন সময় সোফায় উপবিষ্ট বন্ধুবাবুর হাতঠেকিল সোফার কোণে এক গুচ্ছ চাবির উপর। তিনি চাবির রিংটা তুলিয়া ধরিলেন! রিং হইতে একটা নাতিদীর্ঘ চেন ঝুলিতেছে।

বন্ধু :

এই যে, আপনার চাবিটা ফেলে যাচ্ছেন, বড়বাবু।

প্রসন্ন :

(একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াই হাত বাড়াইলেন) আমার চাবি? ও হাঁা, দিন। (চাবি লইয়াই দক্ষিণ ট্যাকে গুঁজিয়া ফেলিলেন) আচ্ছা, আপনি তাহলে বসুন. আমি একটু—

প্রস্থানোদ্যত

বন্ধু :

এইবার সরে পড়া যাক।

দ্বারের নিকট সুকুমারীকে দেখিয়া প্রসন্ন বাবু দাঁড়াইলেন।

প্রসন্ন :

এই যে. ওগো, বাইরে গোটাকতক পান আর তামাক— এই জগা

বেটা কোথায় গেল বলতো? উনি সেই থেকে এসে বসে আছেন, এক কল্কে তামাক এখনো পর্যান্ত—

বন্ধু :

আহা, আমার জন্যে কিছু ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আর মা-লক্ষ্মীকেও মিথ্যে ব্যস্ত করা। আমাকে এত খাতির করবার আবশ্যকই নেই।

প্রসন্ন :

বিলক্ষণ। খাতির আর কোথায় করলুম। দয়া করে এসে দাঁড়িয়েছেন, এই আমাদের সৌভাগ্য।

বন্ধু :

সে কী কথা, আমার তো আর কী বলে—নেমন্তন্ন খেতে আসা নয়, হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রসন্ন :

তা তো বটেই, আপনি তো আর পর নন। আচ্ছা, তুমি তাহলে ওঁকে দেখো—

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

বন্ধু :

আবার ওঁকে কেন ব্যস্ত করা।

সুকুমারী :

(স্বগতঃ) ইনিই পরেশবাবু বুঝি। (নিকটে আসিয়া) এ আর ব্যস্ত করা কী কাকাবাবু?

প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন

বন্ধু :

(প্রকৃতই বিব্রত হইলেন) আহাহা, থাক থাক্, আমাকে আবার পেন্নাম করা কেন মা-লক্ষ্মী ?

সুকুমারী শুনিলেন না, পদধুলি লইয়া প্রণাম করিলেন

সুকুমারী :

আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে, এই রদ্দুর, এক দেশ থেকে এক দেশে। আমি ঠাকুরপোকে সেই ভোর থেকে বলছি। তা ওকেও একলা সব জায়গায় যেতে হচ্ছে। ইনি তো এদিকেই ব্যস্ত আছেন।

বন্ধু :

তা তো বটেই, তা তো বটেই।

সুকুমারী :

আপনি যে এ-বেলাই আসতে পারবেন, তা আশা করতে পারি নি।

বন্ধু :

হ্যাঁ, এই মনে করলুম,—মানে এলুম চলে, ভাবলুম যাই বেড়াতে বেড়াতে, এই আর কি।

সুকুমারী :

আপনি একটু বসুন কাকাবাবু, আমি চট করে এক গেলাস সরবৎ করে নিয়ে আসছি।

বন্ধু :

না না, কিচ্ছু দরকার নেই মা, কিচ্ছু দরকার নেই।

সুকুমারী :

সে কী কথা কাকাবাবু, এই রদ্দুরে আসছেন, মুখ শুকিয়ে গেছে।

আপনি একটু বসুন।

ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে খোকনের আবির্ভাব হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া মায়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী :

পেন্নাম কর্। কী অসভ্য ছেলেরে, দাদুকে পেন্নাম কর্।

খোকন প্রণাম করিল

বন্ধু :

(অগত্যা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া) তোমার নামটি কী ভাই ?

খোকন :

আমার নাম পরিমল, না না, শিরি পরিমল কুমার মিত্র।

বন্ধু :

বাঃ। আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কী বল তো দেখি।

খোকন :

বাবার নাম ? বাবার নাম—শিরিযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র। মা'র নাম বলব ?

বন্ধু :

(সহাস্যে) মা'র নাম বলতে হবে না ভাই। মা'র নাম আমি জানি।

খোকন :

জানেন ? কী করে জানলেন ?

বন্ধু :

আমারও যে মা হন ভাই। তাই জানলুম।

খোকন :

আর জানেন দাদু, মা কিন্তু বাবার নাম জানে না। এতবার করে বলে দিয়েচি তবু বলতে পারে না, বলে ভুলে গিয়েচি। কী আশ্চর্যি, আর সবার নাম মনে থাকে আর এই নামটা কিছুতেই মনে থাকে না। আচ্ছা, এই মাত্তর তো বলে দিলুম? মা, বলো তো দেখি।

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছিলেন,
দ্বারের কাছ হইতে ফিরিয়া বলিলেন—

খোকন, দাদুকে যেন জ্বালাতন করো না। পাখা নিয়ে হাওয়া কর।

সুকুমারীর প্রস্থান

খোকন পাখা লইয়া হাওয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল

বন্ধু :

না দাদু, তোমাকে হাওয়া করতে হবে না। তুমি যাও, খেলা করগে।

খোকন :

না, মা যে বলে গেল হাওয়া করতে।

বন্ধু :

(স্বগতঃ) আহা, কী লক্ষ্মীর সংসার! (প্রকাশ্যে) হাঁ খোকন, তোমার বাবা তো হাইকোর্টের উকীল, না?

খোকন :

না, বাবা তো আপিসে যান, আমি জানিনা বুঝি। বাবার নিজের আপিস। বাবা আপিসে যান, কাকু আপিসে যায়, আমিও আপিসে যাব। আর একটু বড় হয়ে নি· দাঁড়ান না।

এমন সময় একটি 'জগ' হাতে ডাকু জল পরিবেশন করিবার ভান করিয়া প্রবেশ করিল; মাথা নীচু করিয়া 'জল চাই, আপনাকে জল দোব' ইত্যাদি বলিতে বলিতে কয়েক পা আসিয়া অপরিচিত লোক দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও বঙ্কুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

খোকন :

এর নাম কী জানেন দাদু? এর নাম ডাকু। উঃ, ও যা দুষ্টুমি করতে পারে। তাই জন্যে ঠাকুমা বলে ও আর জন্মে নিশ্চয় ডাকাত ছিল। এই ডাকু, দাদুকে পেন্নাম করলি না? রোসো, আমি মাকে বলে দিচ্ছি।

ডাকু তাড়াতাড়ি এক পায়ের উপর স্পর্শ করিয়া প্রণাম সারিল।

ডাকু :

তুমি দাদু হও?

খোকন :

(কঠিন স্বরে) ডাকু—উ। তুমি দাদুকে তুমি বল্লে? দাঁড়াও মাকে বলছি। মা না বলে দিয়েছে বড়দের আপনি বলতে?

ডাকু :

তবে জগুকে তুমি আপনি বল না কেন?

বঙ্কুবাবুর হাস্য

খোকন :

তুমি তর্ক করছ আমার সঙ্গে? দাঁড়াও, আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি।

ডাকু :

কই তর্ক করছি? আমি তো চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি। বা রে।

খোকন :

ফের তর্ক করছ? শীগ্‌গির দাদুকে আপনি বল।

ডাকু :

যাও, বলব না যাও। (ঠোঁট ফুলাইয়া মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল)

বঙ্কুবাবু এই মধুর কলহ দেখিতেছিলেন। এ দৃশ্য অনেকদিন তাঁহার অদেখা। এখন অভিমান-ক্ষুব্ধ ডাকুকে সাদরে কাছে টানিয়া লইলেন।

বঙ্কু :

না দাদু, তোমাকে আপনি বলতে হবে না। তুমি এসো আমার কাছে এসো। তোমার নাম বুঝি ডাকু?

ডাকু :

ধেৎ। ওটা তো খারাপ নাম, বিচ্ছিরি নাম। আমার ভা—ল নাম আছে। সেটা হল—শিরি শতদল কুমার মিত্তর।

বঙ্কু :

বাঃ খাসা নাম।

ডাকু :

বাবার নাম বলব? বাবার নাম পেসন্ন। (তর্জ্জনী উঠাইয়া) কিন্তু

পেসন্ন বলতে নেই। থালি ঠাকুমা বলবে পেসন্ন। (বন্ধুর পাকা গোঁফে হাত বুলাইয়া দেখিতে দেখিতে) তোমার—আপনার বেশ গোঁপ। হ্যাঁ দাদু, তোমার দাড়ি নেই কেন?

বলিতে বলিতে জানুর উপর উঠিয়া বসিল

বন্ধু:

দাড়ি? তাই তো,—দাড়ি—

ডাকু:

দাড়ি কেন হয় দাদু? কী কোরে দাড়ি করে?

খোকন ক্ষুন্ন হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল

বন্ধু:

ও দাদু, তুমি চলে যাচ্ছ?

ডাকু:

ও যাকগে। তুমি বল না দাড়ি কী কোরে করে?

বন্ধু:

দাড়ি করতে হয় না তো ভাই। বড় হলে ভগবান আপনিই দেন।

ডাকু:

তবে তোমায় দেয় নি কেন?

বন্ধু:

দিয়েছিলেন, কেটে ফেলেছি।

ডাকু:

কেন? সকলে থালি কেটে ফেলে। বাবাও কেটে ফেলে, কাকুও

কেটে ফেলে। আমার যখন দাড়ি হবে, আমি সব রেখে দোবো, (হাত প্রসারিত করিয়া) য্যাতো বড় দাড়ি হবে। (আরও প্রসারিত করিয়া) য্যা-া-ত্তো বড় দাড়ি হবে।

সরবৎ ও খাবার লইয়া সুকুমারীর প্রবেশ, সঙ্গে খোকন

খোকন :

ঐ দেখ মা, ডাকুটা দাহুর কোলে উঠেছে, আর—আর কী রকম জ্বালাতন করছে, দেখছ ?

সুকুমারী :

ডাকু, তুমি দাহুকে বিরক্ত করছ বুঝি ? কোল থেকে নেবে বসো।

বঙ্কু :

না না মা, বিরক্ত তো করে নি, থাকুক না।

ডাকু মা'য়ের কথায় নামিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী :

নিন কাকাবাবু, এইটুকু খেয়ে নিন।

সুকুমারী রেকাবী, গ্লাস টেবিলে রাখিয়া পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। বঙ্কু এই অপ্রত্যাশিত যত্নে অভিভূত হইল।

বঙ্কু :

এ তুমি কী করেছ মা ! এত খাবার সরবৎ—

সুকুমারী :

কোথায় এত ? কী বেলাটা হয়েছে দেখুন দিকি। নিন খেয়ে নিন।

বঙ্কু আহারে প্রবৃত্ত হইল

ডাকু :

দাদু, তুমি নেমন্তন্ন খাবে ? ও, তোমাকে বুঝি বাবা নেমন্তন্ন করেছে, না ?

বঙ্কু :

নেমন্তন্ন ? হ্যাঁ, নেমন্তন্ন—না ভাই, আমাকে আর নেমন্তন্ন করে নি।
(হাস্য)

ডাকু :

তবে তুমি আমাদের বাড়ী এসেছ কেন ?

সুকুমারী :

মার খাবি ? ঐ কথা বলতে আছে দাদুকে ?

বঙ্কু

আহা, বলুক না মা, ঠিকই বলেছে। (একটু পরে সহাস্যে) আমি এমনিই এসেছি দাদু, আমায় আর নেমন্তন্ন করে না কেউ ভাই, আমি লুচি ভাজার গন্ধ পেলেই আসি, হাঃ হাঃ হাঃ।

ইহা যে সত্য না জানিয়া পরিহাস মনে করিয়া সুকুমারী হাসিল।

খোকন :

ডাকুটা কি বোকা দেখেছ মা ? দাদু হন যে। দাদুকে কি নেমন্তন্ন করতে হয় ?

সুকুমারী :

বাড়ীর সবাইকে আনলেন না কেন কাকাবাবু ?

বঙ্কু :

হ্যাঁ ? বাড়ীর সবাই ? বাড়ীর সবাই—মানে, বাড়ীই নেই তা বাড়ীর সবাই !

ম্লান হাসি হাসিল

সুকুমারী :

(স্বগতঃ) আহা, গিন্নী বুঝি নেই, তাই এই অবস্থা। (প্রকাশ্যে) কাকাবাবু, আপনি ওপোরে বসবেন চলুন। যাও, খোকন ডাকু, দাদুকে নিয়ে ওপোরের ঘরে বসাও গে, আমি জগুকে দিয়ে তামাক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান

ইতিমধ্যে বঙ্কুবাবুর জলযোগ হইয়া গেল। ডাকু একাই গ্লাস, রেকাবি, জগ লইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইতেছিল। খোকন বলিল—তুই পারবি না ডাকু, দে আমাকে দে ইত্যাদি। ডাকু শুনিল না। সে চলিয়া গেল, পিছনে পিছনে খোকন যাইতেছিল, দরজার নিকটে পৃথ্বীশকে দেখিয়া—

খোকন :

কাকু, তোমার কাছে পান আছে ? দাও তো।

পৃথ্বীশ :

পান ? কী করবি ? না না, এখন পান খেতে নেই, যা।

খোকন :

না গো, আমি খাব কেন, দাদুকে দেবো, দাও না।

পৃথ্বীশ :

দাদু? দাদু আবার কে?

খোকন :

ঐ যে আমাদের দাদু। মা বলে কাকাবাবু, আমরা বলি দাদু। দাও না পান।

পৃথ্বীশ :

ও। তা যা বাড়ীর ভেতর থেকে নিয়ে আয়, যা।

পৃথ্বীশ যেখানে ছিল সেখান হইতে সোফার আড়াল হওয়াতে বঙ্কুর মাথার পিছন মাত্র দেখা যাইতেছিল, সে বাহিরে চলিয়া গেল। খোকন ভিতরে গেল।

বঙ্কু :

এরা আমাকে অন্য লোক বলে ভুলই করেছে। কিন্তু বউটি যেন লক্ষ্মী, আমি যেন ঠিক ওর নিজেরই কাকাবাবু। উঞ্ছবৃত্তি করে, এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে এত কাল কাটালুম। এমন করে যত্ন করে আমাকে আর কেউ খাওয়ায় না, এমন মিষ্টি কথাও কত কাল শুনি নি। ভুলেই গেছি। সংসারের আদর যত্ন, ছেলেমেয়েদের খেলা ঝগড়া, এ সব আর যেন মনেই পড়ে না। (দীর্ঘশ্বাস) বুড়ো বয়সে বাকী কটা দিন এমনি একটি লক্ষ্মীর সংসারে আশ্রয় পেতুম! আর ঘুরে বেড়াতে পারি না। মা গো! যাই, এই বেলা পালাই।

বঙ্কু উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্তে খোকনের প্রবেশ।

খোকন :

ও দাদু, আপনি ওপোরে চলুন। মা বল্লে।

বঙ্কু :

না না, আমি আবার ওপোরে যাব কেন। আমি এইখানেই বেশ আছি। তুমি ওপোরে যাও দাছ, খেলা কর গে।

খোকন :

না, মা বল্লে যে। আপনি চলুন না।

হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল

ডাকুর প্রবেশ

ডাকু, ধর্ তো দাছকে, ধরে নিয়ে চল্।

বঙ্কুর অপর হাত ডাকু ধরিয়া টানিল

ডাকু :

এই ধরেছি। চলুন বলছি।

খোকন :

চলুন না। ওপোরে দেখবেন আমার খরগোস আছে।

ডাকু :

আর আমার বিলিতি ইঁছর আছে, কী ফর্সা, সায়েবের বাচ্চা কিনা।

খোকন :

দেখবেন আমার খরগোস কেমন কুপ কুপ করে আলু ভাজা খায়, কী চালাক দেখবেন।

ডাকু :

আমার ইঁছর ওর চেয়ে চালাক, সায়েব কিনা।

বঙ্কু হাসিমুখে একবার ইহার দিকে একবার উহার

দিকে দেখিতে দেখিতে উভয়ের আকর্ষণে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গেল।

একটু পরে অপর দিক হইতে প্রসন্নবাবু ও কয়েকটি ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

প্রসন্ন :

বড্ড দেরী হয়ে গেল মুখুজ্যে মশাই। নতুন জায়গা, সব বেবন্দোবস্ত।

১ম ব্রাহ্মণ :

কিছু না কিছু না। এ-রকম হয়েই থাকে ভাই। ওর জন্যে কিছু ভেবো না। বেলা তিনটের আগে আর ব্রাহ্মণ ভোজন কোথায় হয় বল ? তা নইলে আর মধ্যাহ্ন ভোজন বলেছে কেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রসন্ন :

আপনাদের বড্ড কষ্ট দেওয়া হল। কই, পঞ্চাননদাকে দেখছি না যে, তিনি এলেন না বুঝি ?

২য় ব্রাহ্মণ :

না না, পঞ্চু এসেছে বইকি। এই যে একটু আগে উঠে গেল।

১ম ব্রাহ্মণ :

তবে নিশ্চয় ওপোরেই গেছে। ছেলেদের বসাবার বন্দোবস্ত করতে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

প্রসন্ন :

তা হলে এসেছেন তো ?

৩য় ব্রাহ্মণ :

হ্যাঁ, মিত্তির মশাই, সে জন্যে চিন্তা করবেন না। পঞ্চু এসেছে এবং এতক্ষণে বোধ হয় কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পাতা করে বসেই গেছে। ছেলেদের বসাবার বন্দোবস্ত করার মানেই তো তাই, বুঝলেন না ?

সকলের হাস্য

৪র্থ ব্রাহ্মণ :

খাশা বাড়ী করেছ, পেসন্ন ভাই। বাড়ী তো নয়, একেবারে অট্টালিকা। ইন্দ্রপুরী কোথায় লাগে।

১ম ব্রাহ্মণ :

দাদা আমাদের ইন্দ্রপুরী ঘুরে এসেছ নাকি ?

প্রসন্ন :

সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদ, দাদা, সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদ। চলুন পাতা—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ চল," বলিতে বলিতে সকলে প্রস্থান।
বাহির হইতে পৃথ্বীশের প্রবেশ, পশ্চাতে মুটের মাথায় হার্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা।

পৃথ্বীশ :

জগা, জগা। আচ্ছা তুম ইধার রাখ্‌খো।

ধরিয়া নামাইয়া ও মুটেকে পয়সা দিয়া বিদায় করিল।
ভিতর হইতে প্রসন্নবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল—"জগা,

কার্পেটটা ওপোরে আনলি ?" জগার কণ্ঠ—"আজ্ঞে, এই যে নিয়ে যাচ্ছি বড়বাবু।"

জগার প্রবেশ

জগা কার্পেট গুটাইতে সুরু করিয়া পরে ছোটবাবুকে দেখিয়া পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। পৃথ্বীশ হার্মোনিয়ম, তবলা গুছাইয়া রাখিতেছিল, প্রথমে দেখে নাই জগা কী করিতেছে। পরে দেখিতে পাইয়া—

পৃথ্বীশ :

এ কী করছিস ?

জগা :

এই যে, কতক্ষণ লাগবে বাবু।

পৃথ্বীশ :

কতক্ষণ লাগবে কীরে ? তুই এখানে পাতছিস যে বড় ?

জগা :

আজ্ঞে হাঁ, আপনি তো সকাল থেকে তাই বলছেন।

পৃথ্বীশ :

হুঁ, কিন্তু বড়বাবু এই মাত্তর কী বল্লেন ? কোথায় নিয়ে যেতে বল্লেন ?

জগা :

আজ্ঞে, তাঁর ইচ্ছে এটা ওপোরের বড় ঘরে পাতা। মেয়েদের বসবার তরে—

পৃথ্বীশ :

তবে ওপোরে না নিয়ে গিয়ে মুড়ুলী করে এখানে পাতবার মানে? আবার কে ওপোরে নিয়ে যায়, না? বড়বাবুর কথা তোমার গ্রাহ্যি হল না? সাধে বড়বাবুর বকুনি খেয়ে মরিস।

জগা :

না—তা—আমি তো বল্লুম – তা আপনি যে রাগ করলেন।

পৃথ্বীশ :

রাগ করলুম কী রে? ছি ছি ছি, তোর যদি একটু আক্কেল থাকে। বুড়ো হয়ে গেলি, একটু বিবেচনা করে কাজ করতে পারিস না? আরে বড়বাবু আমার চেয়ে বয়েসে বড়, স্থধু বড় নয় অনেক বড়, তা জানিস?

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়বাবুও তাই বলছিলেন—

পৃথ্বীশ :

এও তোমাকে বলে দিতে হবে? যা, শীগ্‌গির এটাকে গুটিয়ে ওপোরে নিয়ে যা। এখানে সেই বড় সতরঞ্চিখানা আর চাদর পেতে দিবি, বুঝলি?

জগা এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, পরে ঘাড় নাড়িয়া কার্পেট গুটাইতে শুরু করিল।

প্রসন্নবাবুর প্রবেশ

প্রসন্ন :

এই যে পিতু, ব্রাহ্মণদের বসিয়ে দিয়ে এলুম, ব্যস্। হ্যাঁ, দেখ, তোমার সেই মাষ্টার মশাইকেও এই সঙ্গেই বসিয়ে দিলে না কেন?

পৃথ্বীশ :

মাষ্টার মশাই ? কই, তাঁকে তো আমি নেমন্তন্ন করিনি।

প্রসন্ন :

কর নি ? ভুলে গেছ তো ? ছি ছি, তোমার কিছু মনে থাকে না। ভারি ত্রুটী হয়ে গিয়েছে তো। কিন্তু কী মহৎ লোক দেখ, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন নি। নিজেই এসেছেন। সেকালের মানুষই আলাদা। তুচ্ছ মান অপমানের ভয় এঁদের নেই, দেখেছ ?

পৃথ্বীশ :

(বিস্মিত) কিন্তু মাষ্টার মশাই তো এখানে নেই দাদা। তুমি কার কথা বলছ ? কে এসেছেন ?

প্রসন্ন :

বাঃ, নেই কী রকম ? এই একটু আগে এখানে বসেছিলেন। পাকা গোঁফ।

জগা কার্পেট গুটাইয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল—

জগা :

তিনি তো আমাদের মা'র কাকা হন, বাবু।

প্রসন্ন :

কাকা ? কার ? বড়বোয়ের ? ও, তা কোথায় তিনি ? চলে গেলেন নাকি ?

জগার প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিতে দেখিলেন তাহার কার্পেট মাথায় তুলিতে অসুবিধা হইতেছে। দেখিয়া স্বীয়

স্বভাবমতো তাহাকে সাহায্য করিলেন। কথাও চলিতে-ছিল—

জগা :

আজ্ঞে না, সে বুড়োবাবু তো ওপোরে আছেন। মা তাঁকে বলেছেন ভাঁড়ার আগলাতে, তিনি ভাঁড়ার ঘরের দোরে বসে তামাক খাচ্ছেন।

কার্পেট তখন জগার মাথায় উঠিয়াছে

প্রসন্ন :

(হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে) তা হলে পিতু, তুমি ভাই একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এসো, তিনি এখন বসবেন কিনা। ততক্ষণ তুমিই বরং ভাঁড়ারটা আগলাও।

জগা :

বাবু, একটু পাশ দেন—

প্রসন্ন (ফিরিয়া)

হ্যাঁ ? তুই বেটা আবার এটাকে নামিয়ে এনেছিস ?

জগা :

আজ্ঞে না, আবার তো নয়, সেই সকালেই এনেছিলাম।

প্রসন্ন :

বলি, সকালেই বা এনেছিলি কেন ? যা খুশী তাই তোরা করছিস। ভালো জিনিষটা নীচে একবার আনলে আর কি আস্ত থাকবে ?

পৃথ্বীশ প্রায় বাহির হইয়াছিল। শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া বলিল

পৃথ্বীশ :

না দাদা, ওটা ওর দোষ নেই। আমিই ওটা নীচে আনতে বলেছিলুম। যা, ওপোরে নিয়ে যা।

পৃথ্বীশ বাহির হইয়া গেল

প্রসন্ন :

(প্রস্থানোদ্যত জগাকে) জগু, শোনো। (জগা ফিরিল) ছোটবাবু নীচে আনতে বলেছিলেন কেন রে?

জগা :

এই ঘরে পাতবার জন্যে।

প্রসন্ন :

তবে আবার ওপোরে নিয়ে যাচ্ছিস যে?

জগা :

আজ্ঞে, আপনি ওপোরের বড়ঘরে পাততে বলেছিলেন কি না তাই।

প্রসন্ন :

হলই বা আমি বলেছিলুম। ছোটবাবু আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তা তো জানিস?

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বইকি বাবু।

প্রসন্ন :

তবে? ছোটবাবুর কথাটা থাকবে না, আর আমার কথাটা থাকবে? ছোটবাবুর বন্ধু বান্ধব আসবে গান বাজনা হবে। নামা বেটা, পাত্ এখানে।

জগা :

কিন্তু ছোটবাবু যদি রাগ করেন ?

প্রসন্ন :

করুক রাগ। আমি ছোটবাবুর চেয়ে কত বড় সেটা খেয়াল আছে ? আমার কথার ওপর ছোটবাবুর রাগ ? আমি বলছি তুই এটা এ-ঘরে পেতে দে। ওপোরে একটা সতরঞ্চি টতরঞ্চি পেতে দিলেই হবে। কী রে, সঙের মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

জগা :

আজ্ঞে না।

প্রসন্ন :

আজ্ঞে না আবার কী ? যা বল্লুম চটপট কর, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

জগা :

আজ্ঞে হাঁ। তাই ভাবছি, এক কাজ করলে হয় না বাবু ?

প্রসন্ন :

কী ?

জগা :

আজ্ঞে, ভাবছি সিঁড়িতে কি কার্পেট পাতা—মানে নীচেও হয় ওপোরেও হয়, দুজনের কথাই রক্ষে হয়—

প্রসন্ন :

(হাসিয়া)—বেটা চাষা কোথাকার। সিঁড়িতে কার্পেট পাতবি কী রে ? পাগল না মাথা খারাপ ?

জগা :

(স্বগতঃ) তুইই হয়েচি বোধ হয়।

ব্যস্তভাবে পৃথ্বীশের প্রবেশ

পৃথ্বীশ :

দাদা—

প্রসন্ন :

হ্যাঁ ?

জগা :

ছোটবাবু, এই কার্পেটটা—

পৃথ্বীশ :

তুই থাম্। দাদা—

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, বল।

জগা :

বলছিলাম কার্পেটটা কি—

পৃথ্বীশ :

আঃ, দাদা—

প্রসন্ন :

হ্যাঁ ভাই, ওটা আমিই—

জগা (মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল)

আপনারা দুজনে একত্তর হয়েছেন, এটা ওপরে পাতবো না নীচে—

পৃথ্বীশ :

চুলোয় যাক তোর কার্পেট। (ধাক্কা দিয়া কার্পেট মাথা হইতে ফেলিয়া দিল) দাদা, ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে।

প্রসন্ন :

কী, কী, কী হয়েছে?

পৃথ্বীশ :

মস্ত বড় জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেছে।

প্রসন্ন :

সে কী? কোথায়?

জগা হাঁ করিয়া শুনিতেছে

পৃথ্বীশ :

ঐ যে বুড়ো এসেচে—জগা বল্লে—বৌদির কাকা, বৌদিকে বল্লুম, বৌদি বলছেন ও মোটেই তাঁর কাকা নয়। ও নাকি সেই চাটুজ্যে।

প্রসন্ন :

চাটুজ্যে? কে চাটুজ্যে?

পৃথ্বীশ :

ঐ যে তোমার কোন বন্ধু মারা গেছেন, তাঁর বাবা, বাগবাজারে থাকেন।

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরেশবাবু। এসেছেন? চল, চল, একবার দেখা করে আসি।

পৃথ্বীশ :

না না, ও সাত জন্মেও পরেশ চাটুজ্যো নয়। আমি নিজে পরেশবাবুকে

নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলুম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আজ এক সপ্তা শয্যাগত, কোমরের ব্যথায় নড়তে পারছেন না।

প্রসন্ন :

বটে? তাহলে তো বড় ভাবনার কথা হোলো পিতু!

পৃথ্বীশ :

ভাবনার কথা বইকি? এখুনি জামাইবাবুকে খবর দিয়ে দি। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, একটা যা হয়—

প্রসন্ন :

তাঁকে খবর দিয়ে কী হবে? ভাল ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বল্‌লে তো আর কোমরের ব্যথা শুনবে না।

পৃথ্বীশ :

আহা, সে পরেশবাবুর জন্যে এখন ভাবছি না, তাঁর অসুখ তেমন মারাত্মক নয়।

প্রসন্ন :

নয়? যাক্‌, তাহলে ভয় নেই কিছু? তবে কালই না হয় যাব'খন। কী বল?

পৃথ্বীশ :

তা নয় যেয়ো। কিন্তু ভয়ের কথা এদিকে যথেষ্ট রয়েছে। এই যে লোকটা সেজেছে আমার মাষ্টার মশাই, বৌদিকে বলেছে ও পরেশ চাটুজ্যে, আবার লোকজনদের কাছে পরিচয় দিয়েছে বৌদির কাকা বলে, তারপর একেবারে ঠেলে ভাঁড়ারে গিয়ে উঠেছে, এ তো সহজ লোক নয়।

জগা :

আজ্ঞে, মায়ের চাবির রিংটা দুপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে সব আলমারী সিন্দুকের চাবি আছে।

প্রসন্ন :

চাবির রিং ?

জগা ঘাড় নাড়িল

পৃথ্বীশ :

পাওয়া যাচ্ছে না ?

জগা পুনরায় ঘাড় নাড়িল

প্রসন্ন :

সে কী ?

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পৃথ্বীশ :

বলিস কী রে ?

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রসন্ন ও পৃথ্বীশ হাঁ করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্ত

[অপরাহ্ন]

পর্দা উঠিল। সেই কক্ষ। প্রসন্নবাবু, পৃথ্বীশ, সুকুমারী, মহালক্ষ্মী ও জগা। সকলেই গম্ভীর, দুশ্চিন্তামগ্ন।

মহালক্ষ্মী ঃ

আমি এসে অবধি পই পই করে বউদিকে বলচি, 'খুব সাবধান, খুব সাবধান,' কাজকম্মর বাড়ীতে কত জোচ্চোর এসে ঢুকে পড়ে, দেখিস।' তা বউয়ের আমাদের কিছু খেয়াল থাকে না।

সুকুমারী :

(অপরাধীর ন্যায়) তা ভাই, যদি ঢুকেই পড়ে, তো আমি কী করব বল। বাইরে লোকজন রয়েচে, বাবুরা রয়েচেন, আমি মেয়েমানুষ—

মহালক্ষ্মী :

তাই বলে তুমি চাবিটা হারিয়ে বসবে ?

পৃথ্বীশ :

যাক্, এখন কী করা যায় তাই বল।

মহালক্ষ্মী :

কী আবার করা যায়। দাদার কথা ছেড়ে দে। অত ভালোমানষির কাল নয়। আমি শুনেই তোর জামাইবাবুকে কোর্টে টেলিফোন করে দিইচি। ভাগ্যে টেলিফোনটা আজ কনেক্‌সন দিয়ে গেছে।

প্রসন্ন :

এরই মধ্যে নিখিলকে টেলিফোন করে দিলি?

মহালক্ষ্মী :

এরই মধ্যে আবার কী? পালিয়ে গেলে তারপর করে লাভ?

প্রসন্ন :

না, তাই বলছি। তাকে আবার মিথ্যে ব্যস্ত করা।

মহালক্ষ্মী :

মিথ্যে সত্যি বুঝি না দাদা, তবে ব্যস্ত হওয়া দরকার। এক্ষুণি লোকজন নিয়ে এসে ধরে নিয়ে যাক।

প্রসন্ন :

তা ধরে নিয়ে যাবার দরকার কী? ওঁকে বল্লেই তো হয় চলে যেতে। তাহলে পিতু, ওঁকে এই বেলা বসিয়ে দাও, ওঁর খাওয়া হয়নি এখনো।

মহালক্ষ্মী :

হ্যাঁ, আর চাবিটা দক্ষিণে নিয়ে যাক। এর পর একদিন তোমরা যখন বাড়ী থাকবে না, তখন এসে সব আলমারী দেরাজ খুলে যথাসর্ব্বস্ব বার করে নিয়ে যাবে। আর সে কি নিতে বাকী আছে এতক্ষণ?

বউ আবার তাঁকে ওপোরে নিয়ে গিয়ে ভাঁড়ারে পিতিষ্ঠে করেছেন। আদিখ্যেতা !

সুকুমারী :

তা ভাই, তখন তো তোমরাও কিছু বল নি।

মহালক্ষ্মী :

তোমার হলেন কাকা, আমি আবার কী বলব ? এমনতর কাকা, তা কি জানি ?

সুকুমারী :

তাহলে আমার চাবিটা কী করে উদ্ধার হয় বল ঠাকুরপো ?

প্রসন্ন :

চাবি যদি উনি নিয়েই থাকেন তা চাইলেই তো হয়।

মহালক্ষ্মী :

হ্যাঁ, দেবার জন্যে বয়ে গেছে ওর। সে ফিরিয়ে দেবার জন্যেই নিয়েছে কিনা।

পৃথ্বীশ :

ওকে সার্চ্চ করা হোক। পকেট, ট্র্যাক সব দেখো। জগা—

জগা বীরদর্পে আগাইয়া আসিল

মহালক্ষ্মী :

কিন্তু খুব সাবধান পিতু, ওদের কাছে ছুরি ছোরা সব লুকোনো থাকে। দেখিস্।

জগা পিছাইয়া গেল

সুকুমারী :

না না, কী বল ঠাকুরঝি? বুড়ো মানুষ—

মহালক্ষ্মী :

তুই থাম বউ। বুড়ো আবার কিসের? ও-রকম সেজে না এলে কখনো ঢুকতে পায়? সেই যে কাশীর পাণ্ডা সেজে এসেছিল বল্লম—

প্রসন্ন :

না না, আমি দেখেছি, পাকা গোঁফ।

মহালক্ষ্মী :

তুমি বোকো না দাদা। পাকা গোঁফ অমন সবার থাকে। তুমি টেনে দেখেছ, তার নিজের গোঁফ কি না?

প্রসন্ন :

(ঘাড় নাড়িয়া) না।

মহালক্ষ্মী :

তবে?

সুকুমারী :

তাহলে চাবি কি পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ গা?

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে, যাবে। রোসো না—

জগা :

হ্যাঁ পিসিমা, নলচালা আনলে হয় না?

মহালক্ষ্মী :

নলচালা? নলচালা কী করবে বল্ তো?

জগা :

সে নল চেলে ঠিক বলে দেবে চাবি কার কাছে আছে, কি কোথায় লুকিয়ে রেখেচে।

পৃথ্বীশ :

হ্যাঃ, যত সব বোগাস।

মহালক্ষ্মী :

ঐ তো তোদের দোষ। তোরা জানিস না, শুনবিও না। শোনই না আগে।

জগা :

না ছোটবাবু, আপনি অবিশ্বাস করছেন, কিন্তু এ আমাদের পেরত্যক্ষ দেখা। 'আমার পিসেমশায়ের সুমুন্ধিরে একবার কুকুরে কামড়েছেল—

পৃথ্বীশ :

পিসেমশায়ের সম্বন্ধী?

জগা :

হ্যাঁ, বাবু, তাঁর সাক্ষেৎ সহোদর সুমুন্ধি, ঐ একটিমাত্র সুমুন্ধি তখন—

পৃথ্বীশ :

তোর পিসেমশায়ের সম্বন্ধী, সে যে তোর বাপ রে মুখ্যু।

জগা :

আজ্ঞে না, তেনার দুই পক্ষ ছেলেন কিনা। পিসেমশায়ের এ পক্ষের

যে পিসিমা, তাঁরই মার পেটের সহোদর ভাই। সেই ভাইরে একদিন কুকুরে কামড়ালো। দিন দুপুরে সকলের চোখের সামনে, কোত্থেকে এসে কথা নেই বার্তা নেই, খ্যাঁক করে কামড়ালো আর ছুটে পালিয়ে গেল। সে এক মহাকাণ্ড। শেষে নলচালা এলো।

প্রসন্ন :

কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ কি নলচালাতে দেয়, হ্যাঁ জগু?

জগা :

তা নয়, ডাক্তারে বল্লে সেই কুকুরটারে আগে পরীক্ষে করতে হবে। শোও কথা বাবু। রুগী রইল পড়ে, তারে পরীক্ষে করা চুলোয় গেল, কুকুরের পরীক্ষে! কী জানি বাবু কেমন ডাক্তারি। তা সে হতভাগা কুকুরটারে কোথাও পাওয়া যায় না। শেষে ডাকা হোলো নলচালাকে।

মহালক্ষ্মী :

তারপর? তারপর?

জগা :

তারপর যেই না নল মন্তর পড়ে ছেড়ে দেওয়া আর অমনি নল চল্ল শন্ শন্ শন্ শন্ করে এগিয়ে। ইদিক উদিক ইদিক উদিক করে শেষে নল গিয়ে আটকালো এক বুড়ীর বাড়ীর উঠোনে গোবর গাদার মধ্যে।

সুকুমারী :

কী সব বাজে গপ্প আরম্ভ করলি জগু?

মহালক্ষ্মী :

আহা, ওকে বলতেই দাও না। তারপর?

জগা :

(উৎসাহিত হইয়া) বাজে না মা, শুনুন। তখন নলচালা বল্লে বুড়ীর বাড়ীতে এসে যখন নল থেমেছে, তখন এইখানেই সেই কুকুরের আড্ডা! বুড়ী বলে কুকুর টুকুর তার সাত জম্মেও নেই, সে একলাটি থাকে। নলচালা বলে তাহলে ঐ বুড়ীই নিশ্চয় কামড়েচে। বলে, আমার নল কখনো মিথ্যে কথা বলে না।

মহালক্ষ্মী :

ওমা কী হবে! তারপর ?

জগা :

ছাড়লে না, পুলিশ ডেকে নিয়ে এলো। নলচালার কাছে চালাকি নয় বাবা।

প্রসন্ন :

সে কী রে ? পুলিশ আনলে ?

সুকুমারী :

আহা, বুড়ো মানুষটাকে বিনা দোষে পুলিশে ধরলে গা!

জগা :

না মা, পুলিশ আর ধরলে না। দারোগাবাবুর খুব বুদ্ধি, তা নইলে আর ভগবান তাঁরে দারোগা করেচেন। তিনি দেখলেন বুড়ীর মুখে একটাও দাঁত নেই, একদম ফোক্‌লা। তাই ছেড়ে দিলেন।

প্রসন্ন উচ্চ হাস্য করিলেন

জগা :

(অপ্রতিভ হইয়া) একটা দাঁতও থাক্‌লে দেখতেন, পিসেমশাই খুব কড়া লোক ছিলেন, হ্যাঁ।

পৃথ্বীশ :

ননসেন্স গাঁজাখুরি !

মহালক্ষ্মী :

গাঁজাখুরি নয় পিতু। কত রকম কী আছে কিছু বলতে পারা যায় ? ওসব আছে, এক রকম বিদ্যে আছে, দিনের বেলায় দেখ দিব্যি ভালো মানুষটি বসে আছে, আর রাত্তিরে এক মূর্তি ধরে চরে খেয়ে এল। ওদের কাছে কুকুর মুর্তি ধরতেই বা কতক্ষণ, আর বুড়ী মুর্তি ধরতেই বা কতক্ষণ, বল্ ?

স্কুমারী :

দেখ, আমার কিন্তু ওঁকে মোটেই চোর ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না বাপু। ভুল করে হয়তো এসে থাকবেন।

পৃথ্বীশ :

হ্যাঁ, ভুল করে লোকের বাড়ী ঢুকেছেন, ভুল করে তিন ঘণ্টা ওপোরে বসে আছেন, ভুল করে চাবিটা আসটা সরাচ্ছেন ! ভুল ! বার করছি ভুল ! ও নলচলা, পুলিশ কিচ্ছু করতে হবে না, বলে মারের চোটে ভূত পালায় তা চোর !

প্রসন্নবাবুর ভগ্নীপতি নিখিলের প্রবেশ। অঙ্গে বিলাতি বেশ, শশব্যস্ত ভাব।

নিখিল :

ধরা পড়েছে চোর ? কোথায় ?

পৃথ্বীশ :

আস্থন। (মাথা নাড়িয়া) ধরা আর পড়বে কী—

নিখিল :

পালিয়েছে ? য়্যা-া-াঃ ! ক'জন ছিল ? কী কী সরিয়েছে, তা বুঝতে পারা গেছে ? বউদির গয়নাগাঁটি কিছু গেছে না কি ?

মহালক্ষ্মী :

কী যে বল তুমি ? গয়না কোথায়—

নিখিল :

আহা হা হা। কত টাকার হবে ? হাজার দশেক, য়্যাঁ ?

মহালক্ষ্মী :

না গো—

নিখিল :

যাক, যতই হোক। বউদিরই বা এই ডামাডোলের দিনে গয়না সব আনবার কী দরকার ছিল ? এই বাজারে, সোনার দাম ১১০৻৮০—

পৃথ্বীশ :

আপনি ভুল করছেন জামাইবাবু—

নিখিল :

আরে ঐ হোলো। ১১০ না হয় ১০৮, it matters little,— সে কি আর উদ্ধার হবে ? গয়না উদ্ধার—সে একদম অসম্ভব।

মহালক্ষ্মী :

কী বাজে বক্‌ছ তুমি ? কে বল্‌লে তোমাকে গয়না চুরি গেছে ?

নিখিল :

তবে ? নগদ ? সবই নগদ নিয়েছে ? God Gracious ! তবে তো

hopeless। তবু গয়না হলেও বা একটা কথা ছিল, গালাতে, বিক্রী করতে—

প্রসন্ন :

নিখিল, তুমি ভাই ব্যস্ত হয়ো না। টাকাকড়ি গয়নাগাঁটী কিচ্ছু চুরি বা ডাকাতি হয় নি। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।

নিখিল :

কিচ্ছু চুরি হয় নি? তার মানে? What's the idea? Making fun of me? রসিকতা? Pulling my legs? (মহালক্ষ্মীর প্রতি) আজ তো ১লা এপ্রিল নয়, তবে টেলিফোন করে এই ঠাট্টার মানে?

মহালক্ষ্মী :

মানে আবার কী? আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোমার সঙ্গে গেলুম ঠাট্টা করতে।

নিখিল :

তুমিই তো ফোনে বল্লে—

মহালক্ষ্মী :

বল্লুমই তো।

নিখিল :

চোর না ডাকাত কী এসেছে—

মহালক্ষ্মী :

এসেছেই তো।

নিখিল :

অথচ দাদা বলছেন কিচ্ছু চুরি যায়নি—

মহালক্ষ্মী :

যায়নিই তো। য়্যাঁ—যায়নি তো কী ?

নিখিল :

Hopeless ! আরে কী গিয়েছে সেটা বল ? (টেবিল চাপড়াইল)

মহালক্ষ্মী :

(উচ্চ কণ্ঠে) বউয়ের চাবি গো চাবি ।

নিখিল :

God Almighty ! চাবি ! ফুঃ !

যেন এতক্ষণের রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল ।

পৃথ্বীশ :

আপনি কি বলতে চান চাবি জিনিষটা তুচ্ছ ? চাবিই যদি চুরি গেল তো বাকি রইলো কী ?

জগা :

আজ্ঞে, কথায় বলে সব্বস্ব তোমার চাবি কাট্টে আমার ।

নিখিল :

হুঁ । Something is better than nothing. চাবিই বা চুরি যাবে কেন ? ঠিক । কার চাবি ? বউদির ? (সুকুমারীর দিকে চাহিল)

সুকুমারী :

(কুণ্ঠিত ভাবে) হ্যাঁ ভাই, আমারই চাবি ।

নিখিল :

চুরি গেছে ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ। না না, চুরি গেছে বলতে পারি না—

নিখিল :

তবে ?

সুকুমারী :

হারিয়ে গেছে। মানে আমিই কোথায় রেখেছি, কি কোথায় পড়ে গেছে—

মহালক্ষ্মী :

কোথায় আবার পড়ে যাবে ? নিশ্চয় চুরি করেছে ঐ বুড়োটা।

নিখিল :

এর মধ্যে আবার বুড়োও আছে একটা। আর তুমি এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো বলে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা, তোমার statement পরে নেওয়া হবে। Let me proceed with—, I mean, আগে বউদির কথাটা শোনা যাক। হ্যাঁ, বউদি, আপনি বলছেন চুরি যায় নি ?

সুকুমারী :

(মাথা নাড়িয়া) না।

নিখিল :

হারিয়ে গেছে ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ।

নিখিল :

না কি পাওয়া যাচ্ছে না ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ, হ্যাঁ (মাথা নাড়িল)।

প্রসন্ন :

হ্যাঁ নিখিল, হারিয়ে গেছে, আর পাওয়া যাচ্ছে না, দুটোতে তফাৎ কী ভাই ?

নিখিল :

আছে দাদা, তফাৎ আছে। There's a world of difference between the two. সে আপনাকে পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (সুকুমারীকে) আচ্ছা, আপনি চাবিটা last কোথায় দেখেছিলেন বলুন তো বউদি ?

সুকুমারী :

আমার আঁচলে। উঁহু, দেরাজে লাগানো। না, না, চৌবাচ্ছার পাড়ে—

নিখিল :

বুঝেছি। আচ্ছা সে যাক। এ বাড়ীতে, না পুরোনো বাড়ীতে, সেটা মনে আছে ?

সুকুমারী :

এ বাড়ীতে বই কি। চাবি আমি এনেছি।

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, আমারও যেন মনে হচ্ছে—

নিখিল :

Excuse me দাদা, আপনি—(চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল)

প্রসন্ন :

ও হ্যাঁ হ্যাঁ।

নিখিল :

হ্যাঁ, তারপর বউদি, আপনি বলছিলেন চাবি আপনি এ বাড়ীতে এনেছেন ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয় এনেছি।

নিখিল :

ঠিক মনে আছে কি ? ভুলও তো হতে পারে।

সুকুমারী :

না না, সে কী কথা, আমার বেশ মনে পড়ছে।

নিখিল :

হুঁ। আপনি আজ ভোরে এ বাড়ীতে এসেছেন, কেমন ?

পৃথ্বীশ :

হ্যাঁ, আমাদের তো কাল আসতে ছিল না কিনা। কাল পিসিমা টিসিমা সব—

নিখিল :

(প্রবল কণ্ঠে) Will you stop talking, please ? আমি ওঁকে

জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে নয়। Don't try to help the witness. (সুকুমারীকে) আপনি বলুন তো, আপনি আজ ভোরেই এসেছেন, না?

সুকুমারী :

হ্যাঁ।

নিখিল :

বেশ। আসবার সময় ছেলেপুলে জিনিষ পত্তর নিয়ে বেশ একটু গোলমাল হয়েছিল, নয় কী?

সুকুমারী :

ও বাবা, তা আর হয়নি? রাত্তির চারটের সময় উঠেছি ভাই, তবু যাত্রা করবার সময় বয়ে যায় আর কি। উনি তো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সে যা কাণ্ড—

নিখিল :

(সহাস্যে) হুঁ, ব্যস্ত আপনিও খুবই হয়েছিলেন। তাড়াহুড়োতে—

সুকুমারী :

তাড়াহুড়োর কথা আর বোলো না ভাই, এই লোকটিকে তো চেন ভাই, যা তাড়া লাগালেন—

নিখিল :

আমিও তো তাই বলছি। আচ্ছা। এইবার আপনি বেশ করে ভেবে বলুন তো, এ বাড়ীতে এসে আপনি কোনও আলমারী কি দেরাজ খুলেছেন? সেই রিংএর চাবি দিয়ে?

সুকুমারী :

হ্যাঁ, ওঁর আলমারিটা একবার খুলেছিলুম। তা সে বোধ হয় ওঁরই কাছ থেকে চাবি নিয়ে, না গো?

প্রসন্নবাবু উত্তর দিতে মুখ খুলিয়াই নিখিলের মুখের দিকে চাহিয়া নিষেধ স্মরণ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

নিখিল :

বেশী কথা বলবার দরকার নেই বউদি, please, খালি 'হ্যাঁ' কি 'না' বলবেন, বুঝলেন? (প্রতি কথায় ঝোঁক দিয়া) এ-বাড়ীতে এসে, আপনার রিংএর চাবি ব্যবহার করেছিলেন কি না?

সুকুমারী :

(চিন্তা করিয়া) কই মনে পড়ছে না ঠিক।

নিখিল :

I thought aswell. বেশ। আপনারা, তোমরা, কেউ কি আজ এ-বাড়ীতে, বউদির চাবির রিং দেখেছ?

নিখিল একে একে সকলের মুখের প্রতি চাহিল, সকলেই ঘাড় নাড়িয়া বা মৃদুস্বরে জানাইল, না, দেখে নাই। নিখিল হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল ও বলিল—"হুঁম্"।

প্রসন্ন :

নিখিল, এবারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিখিল :

(অতি উদারতার সহিত) By all means. বলুন।

প্রসন্ন :

তুমি কী বুঝতে চেষ্টা করছ বল তো ভাই?

নিখিল

মানে, What am I driving at ? এক্ষুনি দেখতে পাবেন। I'm coming to that. তাহলে কেউই সেই missing ring দেখনি ? আজ ? এ-বাড়ীতে ? (সকলে পুনরায় ঘাড় নাড়িল) Just so. Very well. Now বউদি, I put it to you, I mean, আমি আপনাকে বলছি, আপনার চাবির রিং একেবারেই হারায় নি।

প্রসন্ন, মহালক্ষ্মী, পৃথ্বীশ, জগা সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিল। নিখিল পরম নিশ্চিন্তভাবে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। একটা জটিল মামলার সমাধান করিয়াছে, এমনই ভাব তাহার।

সুকুমারী :

(বিমূঢ ভাবে এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) হারায় নি ? চাবির রিং হারায় নি ?

নিখিল :

না বউদি, হারায় নি। কারণ সে রিং আজ আপনার এ-বাড়ীতে মোটে আনাই হয়নি।

সুকুমারী :

আনাই হয়নি ? ও মা, সে কী ? আমি যে—

নিখিল :

আহা হা, তাড়াতাড়ি করবেন না, তাড়াতাড়ি করবেন না, বেশ করে ভেবে তবে কথা বলবেন।

সুকুমারী :

আনি নি ?

নিখিল :

না, আনেন নি।

সুকুমারী :

আনি নি ?

নিখিল :

(কথায় আরও জোর দিয়া) না-া-া, আনেন নি।

সুকুমারী :

ত-া-া হবে। কিন্তু—

নিখিল :

আর কোনো কিন্তু নেই বউদি, আপনি বলতে তো পারলেন না—

মহালক্ষ্মী :

(ঝাঁকিয়া) আবার কী করে বলবে ? সকাল থেকে বলছে চাবি পাচ্ছি না, চাবি পাচ্ছি না। বাড়ী সুদ্ধু লোক জানে –

নিখিল :

(মহালক্ষ্মীর অপেক্ষা উচ্চতর কণ্ঠে) বাড়ী সুদ্ধু লোকের কথা বাড়ী সুদ্ধু লোক বলবে। তুমি কী জানো তাই বল। এদিকে এসে দাঁড়াও। বউদি নেমে যান।

মহালক্ষ্মী :

আমার বয়ে গেছে দাঁড়াতে।

নিখিল :

আচ্ছা, ঐখান থেকেই বল। বল কী জানো ?

মহালক্ষ্মী :

আমি জানি বউদির চাবি হারিয়েছে। হারিয়েছে কেন চুরি গেছে।

নিখিল :

তুমি দেখেছ হারিয়ে যেতে ?

মহালক্ষ্মী :

হারিয়ে যেতে আবার কেউ দেখে নাকি ?

নিখিল :

(অপ্রতিভ) থাক, থাক। আচ্ছা, বউদি চাবি এনেছিলেন তা তুমি দেখেছ ?

মহালক্ষ্মী :

(জোরের সহিত) হ্যাঁ দেখেছি।

নিখিল :

কখন দেখলে ?

মহালক্ষ্মী :

আমি এসে বসেছি মাত্তর—বউ তো রাগ করতে লাগলো অত বেলায় এসেছি বলে, রাগ করবার কথাই তো, তা তোমার জ্বালায় তো সময়ে গাড়ী পাবার জো নেই—

নিখিল :

সময় নষ্ট কোরো না, সময় নষ্ট কোরো না, চাবির কথা হচ্ছে।

মহালক্ষ্মী :

সেই কথাই তো বলছি গো। এসে বসেচি, জগা এসে জিজ্ঞেস করলে, এঁচোড় কতগুলো রাঁধবে। তা বউ বল্লে, অত এঁচোড় কী হবে এ-বেলা, আমি বল্লুম, সত্যিই তো, ওর আদ্দেক এঁচোড় হলেই—

নিখিল :

তোমার যদি চাবির কথা কিছু জানা না থাকে, তাহলে তুমি এখন যেতে পার। এঁচোড় নিয়ে যখন মামলা বাধবে, তখন তোমাকে ডেকে পাঠানো যাবে।

মহালক্ষ্মী :

(রাগিয়া) কে এঁচোড়ের কথা বলছে ?

নিখিল :

কেউ বলেনি, আমি বলছি।

প্রসন্ন :

(এতক্ষণ স্মিতমুখে ইহাদের কলহ উপভোগ করিতেছিলেন) আঃ নিখিল, কেন ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছ ভাই ? আর লক্ষ্মী, তুই-ই বা মিছিমিছি ক্ষেপছিস কেন বল তো ?

মহালক্ষ্মী :

আমার বয়ে গ্যাছে ক্ষেপতে। হাকিমি ফলাতে এসেছেন আমার কাছে। অমন ঢের হাকিম আমি ঠিক করে দিইছি।

নিখিল :

শুনুন বউদি শুনুন। আমি তো জানতুম এই একটি হাকিম

নিয়েই ওঁর কারবার। আরও যে অনেক আছে তা তো জানতুম না। (মহালক্ষ্মীকে) তা থাকে থাকুক, এখন চাবি যে বউদি এনেছেন তুমি বলছ, কী করে? সেইটে বল।

মহালক্ষ্মী :

আমার সামনে বউ জগাকে বল্লে, এই নে চাবি নিয়ে যা। বলে আঁচল থেকে খুলে দিতে গিয়ে দেখে চাবি নেই।

নিখিল :

তা হ'লে তুমি চাবি দেখলে কোথায়?

মহালক্ষ্মী :

আমি আর দেখব কী করে? আমাকে দেখতে দিলে কই? তার আগেই তো উনি হারিয়ে বসে আছেন! এতো করে বল্লুম সাবধান সাবধান—

নিখিল :

থাক, তুমি যা দেখেছ তা বোঝা গেছে।

পৃথ্বীশ :

তা হ'লে আপনি কি বলতে চান জামাইবাবু যে বউদি চাবি—

নিখিল :

হ্যাঁ, আমি বলতে চাই চাবি বউদি আজ আনতেই ভুলে গেছেন। শুনলে তো কী ব্যস্ততার মধ্যে আসা হয়েছে। চাবি আনবেন বলে, এতো ঠিক ছিল যে ওঁর ধারণাই হয়ে আছে যে উনি এনেছেন, until she missed it. এ-রকম ভুল মানুষের হয়েই থাকে। আনতে ভুলেছেন এ এক রকম ভুল, কিন্তু তার চেয়ে বড় ভুল 'এনেছি' এই illusionটা। যাক, সে অনেক কথা। সাইকোলজিতে একে বলে—

মহালক্ষ্মী :

চুলোয় যাক তোমার সাইকোলজি। এত বড় এক থোলো চাবি, তার সঙ্গে দেড় হাত লম্বা এক চেন, সব উনি ছাইকোলজি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

প্রসন্ন :

রোসো, রোসো। লম্বা চেন। ঝুলচে, না? আমি যেন কোথায় দেখলুম? হ্যাঁ, দেখেছি।

মহালক্ষ্মী :

(নিখিলকে) এইবার? কী হয়?

নিখিল :

আজ দেখেছেন? হ্যাঁ দাদা?

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, আজই দেখেছি—

নিখিল :

ঠিক মনে আছে দাদা? আজই দেখেছেন?

প্রসন্ন ?

হ্যাঁ ভাই, আজ দেখেছি বলেই তো মনে হচ্ছে।

নিখিল :

There you are! মনে হচ্ছে। আপনি বউদির ঐ লম্বা চেনওয়ালা চাবির রিং এত অসংখ্য বার দেখেছেন যে আপনার মনে হচ্ছে, mark my words, মনে হচ্ছে—আজও দেখেছেন। এও আর এক রকমের ভুল। আপনাদের দুজনেরই memory-র plate এ ঐ লম্বা চেন আর এক থোলো

চাবি এমনি স্পষ্ট ভাবে ফোটোগ্রাফড্ হয়ে আছে যে রাত দিন মনে করলেই মনে হবে এই যেন কোথায় দেখলেন।

প্রসন্ন :

(মাথা নাড়িতে নাড়িতে) তা হবে। হ্যাঁ, মনে করলেই মনে হচ্ছে বটে। হ্যাঁ, তা হ'লে বোধ হয় আজ দেখিনি, কালই দেখে থাকব।

নিখিল :

(বিজয় গর্ব্বে মহালক্ষ্মীকে) শুনলে? কী গো, শুনলে তো?

মহালক্ষ্মী উত্তর দিল না, মুখ ঘুরাইয়া লইল।

সুকুমারী :

আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি ভাই ঠাকুরজামাই। তুমি তো বলছ আমি চাবি আনিই নি এ–বাড়ীতে, কেমন?

নিখিল :

হ্যাঁ, আমি তাই বলছি।

সুকুমারী :

আচ্ছা, তাই যদি না আনব, তা হ'লে এ-বাড়ীতে চাবি আমি হারালুম কী করে? তা বল?

নিখিল :

এ-বাড়ীতে চাবি তো আপনি হারান নি।

সুকুমারী :

(এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, তারপর যেন এক অকাট্য যুক্তি মনে পড়িল) এ-বাড়ীতে হারাই নি? বাঃ, তা না হারালে চাবি আমার গেল কোথায়? চাবি যে আমি আনলুম, সেটা পাচ্ছি না কেন, সেটা বল?

নিখিল :

(প্রথমটা এই অতি সরল যুক্তিহীন যুক্তির কী উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তারপর বলিল—) যাবে আবার কোথায় ? চাবি দেখুন গে আপনাদের পুরোনো বাড়ীতে পড়ে আছে। এ-বাড়ীতে চাবি আসে নি, that's proved & finally proved. And necessarily এ-বাড়ীতে আপনার চাবি হারায়নি বা চুরিও যায় নি। Don't you worry.

মহালক্ষী :

(জোরের সহিত) আমি বলছি এই বাড়ীতেই হারিয়েছে।

নিখিল :

আমি বলছি হারায় নি। যদি এ-বাড়ীর ভেতর থেকে চাবি কেউ বার করতে পারে, তবে বলব হ্যাঁ।

মহালক্ষী :

ও—ওঃ। যদি বেরোয়, তখন উনি বলবেন হ্যাঁ। তখন তুমি, হাঁা, বললে কি, না, বললে তাতে ভারি বয়ে গেল। চাবি ঐ বুড়োই চুরি করেছে।

নিখিল :

(উত্তেজিত হইল) কক্‌খনো বুড়ো চুরি করে নি।

মহালক্ষী :

হ্যাঁ করেছে।

নিখিল :

না করে নি। (টেবিল চাপড়াইল)।

মহালক্ষ্মী :

হ্যাঁ—

নিখিল :

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে না—

মহালক্ষ্মী :

হ্যাঁ, ঐ বুড়োই—

নিখিল :

থামো, থামো, বুড়ো বুড়ো যে করছ সেই থেকে, বুড়োটা কে বলো তো ?

মহালক্ষ্মী :

তাই জানেন না, উনি আবার তার হয়ে লড়তে এসেছেন ! কে তা আমি কী করে জানব ?

নিখিল :

তার মানে ?

পৃথ্বীশ :

তার মানে আমি বলছি। একটা লোক, আমাদের সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা, দুপুর থেকে এসে বাড়ীর মধ্যে বসে আছে—

নিখিল :

লুকিয়ে ?

পৃথ্বীশ :

লুকিয়ে কেন ? ঐ তো ওপোরে মিষ্টির ভাঁড়ার আগলাচ্ছে। তার কথাই—

নিখিল :

রোসো, রোসো। অচেনা অজানা লোক ভাঁড়ার আগলাচ্ছে। সেটা কী রকম হল?

মহালক্ষ্মী :

তবে আর বলছি কী? তুমি তো তার জন্যে খুব ওকালতি করছিলে।

নিখিল :

দেখ, সে আমি করবই। আমাদের আইনে বলে, বরং একশোটা নির্দ্দোষ লোককে ছেড়ে দেবে, তবু একটা দোষী লোককে শাস্তি দেবে না।

উত্তেজিত নিখিলের এই ভুল লক্ষ্য করিয়া প্রসন্নর ভ্রুদ্বয় বারেক কপালে উঠিল, ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আর তা ছাড়া, বাড়ীর মধ্যে ঢোকা যত অন্যায়ই হোক, ঢুকেছে বলেই যে সে চোর হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই। বাড়ীতে ঢোকার জন্যে যে চার্জ্জ সেটা Tresspass, Section 441 I. P. C. আর চুরির জন্যে হল Theft, Section 378, 379, 380, and 381 I. P. C.। তার ওপোর তোমাদের চাবি তো চুরিই যায় নি।

মহালক্ষ্মী :

যায় নি তো কি আমি লুকিয়ে রেখেছি, না দাদা নিয়ে বসে আছেন, দিচ্ছেন না?

নিখিল :

সে তুমিই জানো আর তোমার দাদাই জানেন। কিন্তু সে কথা থাক। তোমাদের অচেনা ভাঁড়ারী বুড়োটির কথা তো ঠিক বুঝলুম না, ব্রাদার।

পৃথ্বীশ :

লোকটা যে আস্ত জোচ্চোর, আর খুবই ধড়ীবাজ তাতে আর সন্দেহ নেই। চালাকিটা দেখুন, দাদাকে বলেছে সে আমার পুরোণো মাষ্টার মশাই —

প্রসন্ন :

না, না, তিনি বলেন নি, আমিই—

পৃথ্বীশ :

যাই হোক, বউদিকে বলেছে তার নাম পরেশ চাটুজ্যে—

স্নকুমারী :

সে ভাই আমিই মনে করেছিলুম বুঝি,— তিনি নাম টাম কিছু বলেন নি।

পৃথ্বীশ :

তাই বা নাম বলেন নি কেন ?

মহালক্ষ্মী :

তার পর বউএর কাকা সেজে ঠেলে গিয়ে ওপোরে উঠেছে।

স্নকুমারী :

সেটা আমারই দোষ ভাই। আমিই—

মহালক্ষ্মী :

তুই আর কথা কোস্ নি বউ। এত করে বল্লুম—একটু সাবধান নেই!

নিখিল :

ব্যাপারটা ঘোরালো বটে। পরশু আমাদের পাড়ায় এক বেটা কাশীর পাণ্ডা সেজে এসে একেবারে—

মহালক্ষ্মী :

সে আমি সব বলিচি, সব বলিচি, এসেই বউকে বলিচি। তাতেও এই কাণ্ড!

নিখিল :

হুঁ, তুমি যখন এসেছ তখন লোমহর্ষণ কাহিনী যা, তা বলতে কিছু বাকী রাখোনি নিশ্চয়। (কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া) কিন্তু এখানে আমরা তার বিচার করলে তো চলবে না। He must put in appearence and stand the trial. তাকে আসতে হবে। ধরো তার যদি কিছু defence নেবার থাকে। হ্যাঁ, ডাকো তাকে। জগা—

জগা :

আজ্ঞে, আমাকে বলছেন? ডেকে আনব?

নিখিল :

নিশ্চয়। আমার সামনে এলে পাঁচ মিনিট ক্রস্ করলেই তার ধড়ীবাজী বার করে দেব। যা, ডেকে আন।

জগা :

হ্যাঁ পিসিমা, যাব? তেনার কাছে যদি—ঐ যে বলছিলেন—

পৃথ্বীশ :

কিছু করতে হবে না, কিছু করতে হবে না। বলে মারের চোটে ভূত পালায় তা চোর! আমি হাণ্টার নিয়ে ঘাড় ধরে টেনে আনছি, দেখ না।

প্রস্থানোদ্যত

নিখিল :

উঁহু-হুঁ, ও-রকম গোঁয়ার্ত্তুমি কোরো না ব্রাদার, গোঁয়ার্ত্তুমি কোরো না। তাহলে আর ক্রস্ করে বাগাতে পারা যাবে না। আচ্ছা চল, আমিই যাচ্ছি, আগে লোকটাকে unawares দেখে নিই। চল।

নিখিল, পৃথ্বীশ ও সর্ব্বশেষে জগার প্রস্থান।

প্রসন্ন :

এই দেখ, পিতুটা আবার কী কাণ্ড করে দেখ।

সুকুমারী :

শুভকম্মে কী গেরো বল দিথিনি।

প্রসন্ন :

কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা এইটুকু ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ কাণ্ড করছ কেন ?

ভিতরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

প্রসন্ন :

আবার কী হল ? পিসিমার গলা পাচ্ছি যেন। জগা—, তাইতো পিসিমা আবার—

জগার প্রবেশ।

কী হয়েছে রে ? পিসিমা চেঁচাচ্ছেন না ?

জগা :

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকুমা ঝিয়েদের বকাবকি করছেন। আর গাড়ী ডাকতে বলছেন, তিনি চলে যাবেন।

প্রসন্ন :

কোথায় চলে যাবেন ?

জগা :

বলছেন তিনি পুরোণো বাড়ীতেই থাকবেন। নয় তো কাশী চলে যাবেন। এখানে আর একদণ্ডও থাকবেন না।

প্রসন্ন :

কেন তাঁর আবার কী হল ?

জগা :

ঠাকুমা বলছেন বাড়ীতে ডাকাত এসেছে, তাঁর যথাসব্বস্ব চুরি গেছে।

প্রসন্ন :

তাই তো ! তাঁর আবার কী যথাসব্বস্ব গেল। নাঃ, আমি আর পারি না। এদিকে দেখব না ওদিকে দেখব ? লক্ষ্মী, দেখ তো দিদি, একবার ভেতরে গিয়ে দেখ।

মহালক্ষ্মী ও জগার প্রস্থান।

যত সব হয়েছে হুঁঃ ! কোথায় কী তার ঠিক নেই, মিথ্যে হাঙ্গামা সব !

সুকুমারী :

আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখ, তোমার কাছে বলি, ঠাকুরজামাইকে যেন বোলো না, সত্যি বল্ছি চাবি আমি এ-বাড়ীতে এনেছি, তোমার গা ছুঁয়ে বল্ছি। তোমার কাছে তো মিথ্যে বলি না—

প্রসন্ন :

আহা হা, এর জন্যে আর গা ছুঁতে হবে কেন ? তোমাকে কি আর

আমি চিনি না ? মিথ্যে—,কী আশ্চর্য্য, মিথ্যে তো তুমি কারও কাছেই বলতে পারো না। মানে, ওটা তোমার ধাতের জিনিষই নয় বড়বউ, হাঃ হাঃ হাঃ।

সুকুমারী :

ঠাকুরঝি শুনলে রাগ করবে, কিন্তু চাবি আমিই কোথায় ফেলেছি। জানো তো আমার ঐ রোগ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখুনি হয় তো পাওয়া যাবে।

প্রসন্ন :

নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আমি বলছি পাওয়া যাবে। তুমি দেখে নিও। তোমরা খালি মিছে ব্যস্ত হও বই তো নয়। তুমি ভেবো না বড়বউ, কেউ না পারে, আমি তোমার চাবি বার করে দেবো, যেখান থেকে পারি।

সুকুমারী :

তুমি যখন বলছ তখন পাওয়া যাবেই। কিন্তু তুমি দ্যাখো বাপু, ঠাকুরপো যেন মারধর না করে। আহা বুড়ো মানুষ !

প্রসন্ন :

আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, সব ঠিক করে দিচ্ছি। আরে পিতুটা একেবারে ছেলেমানুষ, খালি ঐ বায়োস্কোপ দেখে দেখে ওদের মাথায় আর কিছু নেই। আর লক্ষ্মীটা তো পাগল। নিখিলের কোর্টের গল্প শুনে আর দিনরাত ঐ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলো পড়ে, ওর ধারণা জগৎটা খালি চোর আর ডাকাতে ভর্ত্তি, বুঝলে ?

মহালক্ষ্মীর প্রবেশ।

প্রসন্ন :

কী রে, পিসিমার কী যথাসর্ব্বস্ব চুরি গেছে, লক্ষ্মী ?

মহালক্ষ্মী :

(সহাস্যে) আপিঙের কৌটোটা। খুঁজে পাচ্ছিলেন না, খুঁজে দিইছি।

প্রসন্ন হাসিতে লাগিলেন

মহালক্ষ্মী :

(গম্ভীর হইয়া) কিন্তু হাসি নয় দাদা, তোমরা আগে ঐ বুড়োকে বিদেয় কর বাপু। সন্ধ্যো হয়ে আসছে আমার যেন কেমন গা ছম্‌ছম্ করছে। লোকজন এসে পড়লে ভিড়ের ভেতর ও যে কী করবে, আর কী না করবে, তা কে জানে। ও গেলে বাঁচি। এক্ষুণি ওকে বিদেয় করা চাই-ই-চাই।

নিখিলের ও জগার প্রবেশ

নিখিল :

বিদেয় আর করতে হবে না, সে আগেই ভেগেছে।

প্রসন্ন :

সে কী ? চলে গেছেন ? না খেয়েই গেলেন ?

মহালক্ষ্মী :

পালিয়েছে ? তোমরা ধরতে পারলে না ?

নিখিল :

ধরবো কাকে ? সে কি আমাদের সামনে দিয়ে পালিয়েছে ? তোমাদের যেমন ! এখানে গুলতুনি করছ, আর ওদিকে খিড়কির দরজা দিয়ে সে সরে পড়েছে। লোকটার মাথা আছে।

মহালক্ষ্মী :

(সক্রোধে) ধরতেই যদি পারো নি, তবে তোমরা এতক্ষণ করছিলে কী ?

নিখিল :

বাড়ীটা সমস্ত সার্চ্চ করে এলুম, যদি কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে থাকে।

সুকুমারী :

ঠাকুরপো কোথায় গেলেন ?

নিখিল :

ব্রাদারের এখন বুদ্ধি বেড়েছে, খিড়কির দোরে তালা লাগাচ্ছেন।

সুকুমারী :

তাহলে এখন কী হবে ?

নিখিল :

কী কী সরিয়েছে তা তো এখন বোঝা যাচ্ছে না। দাদা, আপনার Stock-taking করুন। সেই কাশীর পাণ্ডাটা বলেই বোধ হচ্ছে। সেই প্ল্যান, Exactly the same tactics, ও সেই বেটাই হবে। কিম্বা সেই দলের নিশ্চয়। They may be working in a gang, for all we know.

সুকুমারী :

আচ্ছা, সেই লোকটার কি গোঁফ ছিল ? হ্যাঁ ভাই ঠাকুরজামাই ?

নিখিল :

গোঁফ ? কার ?

সুকুমারী :

সেই কাশীর পাণ্ডার ?

নিখিল :

তা তো বলতে পারি না। কেন ?

সুকুমারী :

(আশান্বিত সুরে) এঁর কিন্তু গোঁফ আছে। দিব্যি পাকা গোঁফ।

নিখিল :

আহা হা, গোঁফের ভাবনা কী ? গোঁফের জন্যে কি কাজ আটকায় ? যাক্‌গে, আমি আর সময় নষ্ট করব না। গাড়ীটা সঙ্গে রয়েছে, একবার বেরিয়ে দেখি। এর মধ্যে আর কতদূর যাবে ? এখনো হয়তো পথে তাকে overtake করতে পারি। At any rate, I must try. (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) Goodness ! আমি লোকটাকে চিনব কী করে ? I don't think I've seen the man. কে দেখেছ তাকে ?

জগা :

আমি দেখিচি পিসেমশাই। বুড়োপানা, পাকা গোঁপ—

নিখিল :

Hang your পাকা গোঁফ। সবাই দেখছি তার গোঁফ দেখেই মজে গেছে। তুই চলে আয় গাড়ীতে আমার সঙ্গে। Not a moment to lose.

জগার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান। পরক্ষণে ভিতর হইতে হাণ্টার হাতে পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ :

উঃ, বলতে গেলে চোখের ওপর দিয়ে পালালো। আমার এমনি আফশোষ হচ্ছে।

প্রসন্ন :

তোমরাই তো হট্টগোল করে ভদ্রলোককে তাড়ালে। তাঁর খাওয়াই হয়নি। আজকের দিনে—

পৃথ্বীশ :

একবার চেহারাখানাই দেখা হল না। তা হলে ভালো করে খাওয়াতুম।

মহালক্ষ্মী :

কিছু ভাবিসনি পিতু। পালাবে কোথায়? তোর জামাইবাবু নিজে গেছে মটর নিয়ে. দরকার হলে পুলিশ কমিশনারকে লাগিয়ে দেবে খুঁজতে। ওর সঙ্গে ভারি ভাব কিনা। দেখিস, ধরা পড়বেই জোচ্চোর বুড়ো।

পৃথ্বীশ :

হাতে পেলে একবার তার জুচ্চুরি বৃত্তি ঘুচিয়ে দি।

বলিতে বলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইল ও হাণ্টার আস্ফালন করিল।

হাণ্টারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এবং উদ্যত হাণ্টারের ঠিক সামনেই হাসিমুখে বঙ্কুবাবুর প্রবেশ। তাঁহার পাকানো চাদর ডাকুর গলায়, ছড়ি খোকনের হাতে। খোকনের অপর হাতে একটি রঙীন ঘুড়ি। ডাকু এক হাতে বঙ্কুবাবুর হাত ধরিয়া আছে। তাহারও অন্য হাতে একটি ঘুড়ি। হাণ্টার নামাইয়া পৃথ্বীশ পিছাইয়া আসিল। ছেলেরা তাহাদের ঘুড়ি উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিল—

মা, এই দেখ, কেমন ঘুড়ি। দাদু কিনে দিয়েছেন।

প্রসন্নবাবু স্বাভাবিক সৌজন্যে সাদর সম্ভাষণ করিলেন

প্রসন্ন :

এই যে, আসুন আসুন। আমি বলি বুঝি চলে গেলেন।

বন্ধু :

না না, চলে যাইনি। এই একটু ঘুরে এলুম এদের নিয়ে।

সুকুমারী :

আপনি আবার এসব খরচা করতে গেলেন কেন কাকাবাবু?

বন্ধু :

(কুণ্ঠার সহিত) এ আর খরচা কী মা। সামান্য দুটো পয়সা বই তো নয়। অবশ্য আমার মতো গরীবের কাছে দুটো পয়সা সামান্য নয়। কিন্তু অনেক দিন কেউ আমার কাছে আব্দার করে কিছু চায় নি মা।

পৃথ্বীশ :

(জনান্তিকে) দিদি, এই নাকি ?

মহালক্ষ্মী :

আমি তো দেখিনি, এই বোধ হচ্ছে।

পৃথ্বীশ :

হুঁ, এবারে আর যেতে হচ্ছে না বুড়োকে।

খোকন :

মা, আমরা কেমন একটা খু-উ-ব ভালো গান শিখিচি দাদুর কাছে।

তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

পৃথ্বীশ :

নিশ্চয় এই। (উদ্ধতভাবে আগাইয়া গিয়া) আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বন্ধু :

আমার সঙ্গে? বলুন। (তাহার দিকে ফিরিলেন)

প্রসন্ন :

(বাধা দিয়া) তুমি থামো পিতু, আমি বলছি।

বন্ধু :

(তাঁহার দিকে ফিরিয়া) বলুন।

ডাকু :

না দাদু, তুমি—আপনি সেই গানটা আর একবার কর।

প্রসন্ন :

দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটি কী, জিজ্ঞাসা করতে পারি?

বন্ধু :

আমার নাম? আমার নাম—

খোকন :

দাদুর নাম জানো না? আমি জানি, দাদুর নাম বন্ধুবাবু।

পৃথ্বীশ :

(প্রসন্নবাবুকে জনান্তিকে) দাদা, ও রকম কোরে অত কিন্তু হয়ে কথা কইলে কি চলে?

প্রসন্ন :

ব্যস্ত হও কেন ভাই? দেখো না কী রকম কথা কই। ব্যবসাদার লোক, এতদিন কারবার কোরে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতেও শিখিনি?

পৃথ্বীশ :

(অপ্রতিভ হইয়া) না না, আমি তা বলছি না—

ইহাদের কিছু পরামর্শ হইতেছে মনে করিয়া মহালক্ষ্মী ও পরে সুকুমারী ইহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরস্পর নিম্নস্বরে কথা হইতেছে। সেই অবসরে ওদিকে ডাকু ও খোকন বঙ্কুবাবুকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, "ও দাদু, গাও না," "হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে গাও, লক্ষ্মীটি"--পরে তাহাদের কণ্ঠসহযোগে বঙ্কুবাবুর গান সুরু হইল।

প্রথম দিকে ছেলেরা "তারপর কী," "দাদু, জোরে জোরে গাওনা" ইত্যাদি বলিতে লাগিল। ক্রমে বঙ্কুবাবুর স্বর উচ্চ ও স্পষ্ট হইল।

গান*

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা।
চারদিকে সব খেলার মেলা, খেলা কেবল আনাগোনা।
খেলতে খেলা ভবের বাসে
কোথেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে খেলনা ফেলে, কোথায় যে যায়, যায় না জানা॥

---

* গানটি ৺রাজকৃষ্ণ রায় রচিত।

গান শুনিয়া প্রথমে সকলে বিস্মিত হইল। পৃথ্বীশ প্রথমটা ইতস্ততঃ করিয়া, কখন এক সময়ে তবলা বাজাইতে লাগিয়া গেল। তখন মনে হইল বন্ধুবাবু ও পৃথ্বীশের মধ্যে অন্ততঃ সুরে তালে কোনো অমিল নাই। গান শেষ হইলে দেখা গেল বন্ধুবাবু চোখ মুছিতেছেন।

প্রসন্ন :

(উচ্ছ্বসিত ভাবে) থামবেন না, থামবেন না। আহা। আর একবার গান। পিতু, বাজাও বাজাও। বাঃ, চমৎকার বাজাতে শিখেছ তো।

গান পুনরাবৃত্তি হইল

প্রসন্ন :

আহা, চমৎকার গান। সত্যি, খেলার ছলেই বটে।

বন্ধু :

কে এই খেলা করতে বলেছিল প্রসন্নবাবু? কী দরকার ছিল তাঁর এই আনাগোনা করাবার? (বলিতে বলিতে বিধাতার প্রতি অভিমানে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল)

সুকুমারী :

ঠাকুরঝি, ওঁর বোধ হয় অনেক ছেলেপুলে নষ্ট হয়ে গেছে। আহা!

প্রসন্ন :

চমৎকার গান, আর চমৎকার গলা আপনার।

বন্ধু :

সান্ত্বনার এই একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) আর

সবই গেছে, প্রসন্ন বাবু, আর সবই গেছে।

প্রসন্ন :

আ-হা !

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল

বন্ধু :

এ-বার তাহলে উঠি আমি।

প্রসন্ন :

সে কী কথা। আপনি উঠবেন কী রকম ? আপনার খাওয়া দাওয়া—

বন্ধু :

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে হয়েছে, আজ আমি আসি।

মহালক্ষ্মী :

পিতু, সরে পড়বার মতলব, বুঝলি ?

পৃথ্বীশ :

আচ্ছা, দেখিনা, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। (পৃথ্বীশের কণ্ঠে পূর্ব্বের সেই উদ্ধত সুর আর নাই।)

বন্ধু :

নমস্কার প্রসন্নবাবু। আসি মায়েরা। দাদু ভাই, আমি যাই।

করজোড়ে সকলকে নমস্কারাদি করিয়া, পাছে আবার অনুরোধ আসে, এই ভয়ে বন্ধু তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া

মহালক্ষ্মী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—

মহালক্ষ্মী :

হ্যাঁ দাদা, চাবিটা তাহলে কি—

প্রসন্ন :

আচ্ছা আচ্ছা, সে হচ্ছে!

বঙ্কু :

(ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ, ভালো কথা। (সুকুমারীকে) মা, তোমার চাবিটা যে আমার কাছে রয়েছে, বড্ড ভুলে যাচ্ছিলুম।

প্রসন্ন :

চাবি? আপনার কাছে?

মহালক্ষ্মী :

(পরম তৃপ্তির সহিত) দেখ্ বউ দেখ্। আমার কথা তো তোরা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলি।

সুকুমারী মাথা নিচু করিয়া নীরবে রহিল। যেন তাহার নিজের কাকাই চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে। চাবি বাহির করিতে বঙ্কুবাবুর কিছু বিলম্ব হইল। এ-পকেট ওপকেট দেখিয়া পরিশেষে ফতুয়ার পকেট হইতে চাবি বাহির হইল। একটি মাত্র চাবি, দড়ি বাঁধা।

মহালক্ষ্মী :

ও কী? ওটা কী চাবি?

বঙ্কু :

ঐ যে তোমাদের মিষ্টির ভাঁড়ারের চাবি মা। ব্রাহ্মণ-ভোজন হয়ে গেলে পর আমি ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে এসেছি। এটা রাখো মা।

সুকুমারী :

(তাঁহার হারানো রিং নয় বলিয়া অতিশয় খুশী হইলেন) দিন কাকাবাবু। (হাত বাড়াইলেন)

প্রসন্ন :

(তাঁহাকে বাধা দিয়া) দিন! দিন, আমার কাছে দিন। তোমার যা ভুলো মন। আবার এটা কোথায় রেখে বাড়ী শুদ্ধু হুলস্থূল করে তুলবে। (চাবি লইয়া) আমার রিংএ এটা লাগিয়ে রাখি। ভাঁড়ারের এ-চাবিটাও হারালে রাত্রে অভ্রমে পড়তে হবে।

বলিতে বলিতে দক্ষিণ ট্যাক খুলিতে লাগিলেন। পাকের পর পাক খুলিয়া চাবির রিং বাহির করিয়া তাহাতে যখন ভাঁড়ারের চাবি লাগাইতে গেলেন, তখন দেখা গেল রিং হইতে একটি দীর্ঘ চেন ঝুলিতেছে।

প্রসন্ন :

এটা আবার লাগালে কে ?

সুকুমারী :

ওমা! ঐ তো আমার চাবি গো! ঐ তো—

মহালক্ষ্মী :

ঐ তো সেই দেড় হাত চেন!

প্রসন্ন :

সে কী? এটা তোমার চাবি? তাহলে আমার চাবি কোথায় গেল? (সুকুমারীর প্রসারিত হাত হইতে চাবি সরাইয়া লইয়া) রোসো রোসো, আমার চাবিটা— (বলিতে বলিতে ট্যাঁক অনুভব করিয়া) ও—, এই যে আমার চাবি রয়েছে। (বাম ট্যাঁক হইতে নিজের রিং বাহির করিয়া দুইটি রিং মিলাইয়া দেখিয়া) তাহলে এটা তোমারই বটে। এই নাও, সাবধানে রেখো, বুঝলে? আবার যেন হারিও না। (চাবি দিলেন)

মহালক্ষ্মী :

(তিরস্কারের সুরে) তুমি ট্যাঁকে ক[illegible] নিয়ে বসে আছ! আর এদিকে এই হুলুস্থুল কাণ্ড! ধন্যি বলি দাদা তোমাকে!

প্রসন্ন :

(অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) তোরা হুলস্থূল কাণ্ড করলি তা কী বলব বল্। আমি তো গোড়া থেকে বলছি কোথায় আছে ঠিক পাওয়া যাবে। এই দেখ, পাওয়া গেল তো। তোদের খালি মিথ্যে ব্যস্ত হওয়া বই তো নয়।

সুকুমারী :

তা, হ্যাঁ গা, তোমার কাছে আমার চাবিটা গেল কী করে?

প্রসন্ন :

আমার কাছে? আমার কাছে—, তুমিই দিয়েছ নিশ্চয়।

সুকুমারী :

আমি আবার কখন দিতে গেলুম তোমাকে? শোনো কথা। কক্‌খনো আমি দিইনি।

প্রসন্ন :

বাঃ, তুমি না দিলে আর কে দেবে ? আমি কি আর চুরি করতে গেছি ?

সুকুমারী :

না না, আমি কক্‌খনো চাবি দিইনি তোমাকে ।

প্রসন্ন :

তুমি দাওনি ? তবে কে যেন দিলে আমাকে ··, কে দিলে— ? (চিন্তিত)

বন্ধু :

প্রসন্নবাবু, আমি একটা চাবি আপনার হাতে দিয়েছিলুম—, সেই দুপুর বেলায়, সোফায় পড়েছিল—

প্রসন্ন :

ও-হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনিই দিয়েছিলেন বটে। বড্ড উপকার করেছিলেন মশায়। তা নইলে আর কি পাওয়া যেত ? ভাগ্যে আপনি দিয়েছিলেন, নইলে এদের যা ভুলো মন, ও-চাবি তো গিয়েইছিল।

সুকুমারী :

দেখলে ? তখন ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কইতে কইতে কখন আঁচল থেকে খসে পড়েছে, দেখেছ ঠাকুরঝি ?

মহালক্ষ্মী :

তুমিই দেখ ভাই ।

বন্ধু :

তাহলে যদি অনুমতি করেন, আমি এবার আসি প্রসন্নবাবু। আসি মা, দাদু ভাই, আমি চল্লুম ।

সুকুমারী :

না কাকাবাবু, সে হবে না—

খোকন :

না দাছ, আপনি এখুনি যাবেন না—

প্রসন্ন :

বিলক্ষণ, আপনার তো এখনো খাওয়াই হয়নি।

বঙ্কু :

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সরবৎ মিষ্টি খুব খেয়েছি। মা আমাকে আসবা মাত্রই দিয়েছেন।

সুকুমারী :

সে তো ভারি! না না, আপনার না খেয়ে যাওয়া হতেই পারে না।

বঙ্কু :

(বিব্রত হইয়া) আজ থাক, মা, আমি আর একদিন এসে খেয়ে যাব। আমার তো এক রকম ভিক্ষে করেই খাওয়া। আজ তুমি আদর করে বলছ, তার আবার কথা। কিন্তু আজকের দিনটা—আজকের দিনটা, তুমি মাপ কর মা।

প্রসন্ন :

সে কী করে হবে? আজকের দিনে না খেয়ে যাওয়া—সে হতেই পারে না। কী বল পিতু? তুমি একটু বল না।

পৃথ্বীশ :

তা তো বটেই। তা, আপনি খেয়ে দেয়েই যান না, ইয়ে—বঙ্কুবাবু।

ডাক্তু :

হ্যাঁ দাদু, তুমি— আপনি নেমন্তন্ন খাবেন কিন্তু।

বঙ্কু :

(বিব্রত ভাবে) তাই তো। আপনারা এত করে বলছেন, আমি আর না বলতে পারছি না। কিন্তু তাহলে আগে আমার কয়েকটি কথা আপনাদের শুনতে হবে। তারপর যা আমাকে আদেশ করবেন ;

প্রসন্ন :

বলুন না, বলুন।

বঙ্কু :

বলি। (কী করিয়া আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না) দেখুন, আপনারা কেন আমাকে এত খাতির যত্ন করছেন তা আমি জানি না। বোধহয় আপনাদের প্রকৃতিই এই। কিম্বা অন্য কোন লোকের সঙ্গে আমাকে ভুল করেছেন। আমি অবশ্য সে-লোক নই। আমি আপনাদের চিনি না। না, এখন আর চিনি না বলি কী করে। কিন্তু আপনারা তো আমাকে চেনেন না। আমি হচ্ছি—আমি—আমি একটা জোচ্চোর। (মহালক্ষ্মী ও পৃথ্বীশ পরস্পরের দিকে চাহিল) হ্যাঁ, জোচ্চোর ছাড়া আর কী বলব। তবে আপনাদের আমি ঠকাতে পারিনি, আমি নিজেই ঠকে গেছি। কিন্তু আমি অন্য কোন জোচ্চুরি করি না প্রসন্নবাবু, কেবল বিনা নেমন্তন্নে লোকের বাড়ী খেয়ে বেড়াই। তাও পেটের জ্বালায়।

প্রসন্ন :

থাক্ থাক্, সে কথা বঙ্কুবাবু।

বন্ধু :

না প্রসন্নবাবু, আমার জন্যে আপনি লজ্জা পাবেন না। এখানে আমি নিজে ধরা দিচ্ছি, আর কত জায়গায় খেতে বসে ধরা পড়ে গিয়ে হশো লোকের সামনে অপমানিত হয়ে উঠে এসেছি। সুতরাং আপনি লজ্জিত হবেন না।

প্রসন্ন :

না, সে কথা নয়। বলছি এখন এত বেলায় আর কী দরকার ওসব কথায়।

বন্ধু :

(নিজের কথার সূত্র ধরিয়া) আজ কিন্তু আপনাদেরই বাড়ীতে আসবো বোলে আসিনি। এদিকে কোথায় নাকি একটা শ্রাদ্ধবাড়ী—

প্রসন্ন :

ও-সব কথা যেতে দিন, ও-রকম হয়েই থাকে। আপনি অন্য কথা বলুন না। আর না হয় তো আর একটা গান ধরুন বরং। কী বল গো ?

বন্ধু :

আচ্ছা, আমি সংক্ষেপেই বলছি। (মিনিট খানেক মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যখন মাথা তুলিলেন, তখন চোখে জল ভরা বোধ হইল) চিরদিন এ-রকম ছিলুম না প্রসন্নবাবু। আমিও ভদ্রলোক ছিলুম, (মহিলাদের ও ছেলেদের নির্দ্দেশ করিয়া) এই রকম সংসার, এই রকম ছেলে মেয়ে— (বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন)—যাক্‌গে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে, স্ত্রী ছেলে, মেয়ে, সব হারিয়ে দেশে আর থাকতে পারলুম না। এক বস্ত্রে বাড়ী ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ি। তারপর—তারপর আর কী বলব ? তারপর এই

তো অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। (বলিতে বলিতে চাদর জামা ইত্যাদির পাটে পাটে যে জীর্ণতা ও দীনতা এত যত্নে চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—, তাহাই প্রকাশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন) কিন্তু শোক দুঃখ যত প্রবলই হোক, উদর যে তাদের চেয়ে প্রবল প্রসন্নবাবু।

(কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। সেই স্তব্ধতায় গৃহের বাতাস যেন ভারি হইয়া উঠিল। প্রসন্ন বাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে ম্লান হইয়া অবশেষে বলিলেন—)

প্রসন্ন :

তাইতো, আপনাকে তামাক দিয়ে গেল না তো। ওরে—

বন্ধু :

আপনি ব্যস্ত হবেন না, প্রসন্নবাবু। তারপর যা বলছিলুম। একদিন আমিও যে মানুষের মতো মানুষ ছিলুম, এ কথা মনেই ছিল না। ভুলেই গিয়েছিলুম যে আমিও একদিন ভদ্রলোক ছিলুম। কিন্তু আজ আবার মনে পড়লো। অনেকদিন পরে আজ যখন একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকলে, দুটি সোণার চাঁদ ছেলে দাদু বলে গলা জড়িয়ে ধরলে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভাঁড়ার আগলাবার ভার দিলে আমাকে বিশ্বাস করে, তখন আর জোচ্চুরি করে খেতে প্রবৃত্তি হলো না। তাই চলে যেতে চাইছি প্রসন্নবাবু। তবে একটি ভিক্ষে করি, মাগো, অনেকদিন কারও আপনার লোক সাজতে পাইনি, যদি অনুমতি দাও মাঝে মাঝে এসে এই দাদুদের সঙ্গে একটু খেলা করে যাব।

কাঁদিয়া ছেলে দুটিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন

পৃথ্বীশ :

আপনি থাকেন কোথায় ?

বঙ্কু :

থাকি ? থাকি কোথায় ঠিক বলা শক্ত। পাঁচটা দোকানে খাতা লিখে দিই, দু পাঁচ টাকা যা পাই তাতে যা হোক করে একবেলা দুটো খাই, আর ওদেরই মধ্যে একটা দোকানে আমাকে শুতে দিয়েছিল। কিন্তু কাল সে আশ্রয়টুকুও গেছে। তারা অন্যত্র চেষ্টা করতে বলেছে। তাদের দোকান বাড়াচ্ছে, জায়গা সঙ্কুলান হবে না। যাই, এইবার বেলাবেলি গিয়ে ঘুরে দেখি, যদি কোথাও রাতটুকু কাটাবার মতো একটু আশ্রয় জোটাতে পারি।

সুকুমারী :

(আঁচলে চোখ মুছিয়া) আপনার কথা তো আমরা সব শুনলুম। এবার আমার একটা কথা আপনাকে শুনতে হবে, কাকাবাবু।

বঙ্কু :

বল মা, কী তোমার হুকুম ?

সুকুমারী :

ও কথা বলবেন না, ওতে যে আমাদের অপরাধ হয়, কাকাবাবু।

বঙ্কু :

আচ্ছা মা, বল কী তোমার ইচ্ছে।

সুকুমারী :

আপনার যাওয়া হবে না।

বঙ্কু :

(ম্লান হাসিয়া) সে আমি আগেই বুঝেছি। বেশ, আমি খেয়ে দেয়েই যাব। এতদিন বিনা নেমন্তন্নে লুকিয়ে চোরের মতো খেয়ে বেড়িয়েছি, আজ স্বয়ং মা লক্ষ্মীর নেমন্তন্ন পেয়ে বুক ফুলিয়ে খেয়ে যাব।

সুকুমারী :

না, আপনার খেয়েও যাওয়া হবেনা। আপনার যাওয়াই হবে না।

বঙ্কু :

(অতি বিস্মিত) য়্যাঁ— !

প্রসন্ন :

(স্ত্রীর প্রস্তাবে খুশী হইয়া) মানে বুঝতে পারছেন না? বড়বউ বলছেন—যে ভুলটা উনি করেছিলেন সেইটেই নয় বজায় থাকুক না। আপনাকে উনি কাকাবাবু বলেছেন, আপনি কাকাবাবুই থেকে যান। ছেলেদেরও একটা দাদু থাকুক। আর পিতুর গান-বাজনারও সুবিধে হবে, কী বল গো?

বঙ্কু :

এ কী বলছেন আপনি প্রসন্নবাবু! আমার মতো একটা লক্ষ্মীছাড়া জোচ্চোর লোককে আপনি বাড়ীতে আশ্রয় দেবেন?

প্রসন্ন :

আহাহা, আশ্রয় দেব কেন? কী আশ্চর্য্য! এতগুলো ঘর পড়ে রয়েছে, একটাতে শোবেন বইতো নয়। এতে আর আশ্রয় দেবার কথা উঠছে কেন? সত্যি, আপনি দয়া করে থাকলে আমার ভারি উপকার হয় বঙ্কুবাবু। এই বেপোট নতুন জায়গা, কাউকে চিনি না, জানিনা, সারাদিন আমরা

দু'ভাই বাইরে বাইরে থাকব, তবু আপনার মতো একজন প্রবীণ লোক বাড়ীতে থাকলে কত বড় একটা ভরসা থাকে বলুন তো। চোর ডাকাত তো চারিদিকে ঘুরছে। কী বলিস লক্ষ্মী? (হাস্য)

মহালক্ষ্মী:

(গম্ভীর হইয়া) হুঁ।

বঙ্কু:

না না, প্রসন্নবাবু, বুড়োমানুষ বলে এত দয়া—, না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। চিরকালের জন্তে আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকতে আমার মতো জোচ্চোর লোকেরও—

পৃথ্বীশ:

গলগ্রহই বা হবেন কেন বঙ্কুবাবু? ছেলে দুটোর জন্তে মাষ্টার মশাই একজন ঠিক করার মস্ত সমস্যা হয়েছে, সেটা আপনি দয়া করে মিটিয়ে দিন না। আর আমাকেও একটু যদি (তবলা দেখাইয়া) সাহায্য করেন, তাহলে—

প্রসন্ন:

ঠিক ঠিক, তাহলে খালি বড় বউয়ের ভুলটাই নয়, দাদার ভুলটাও সংশোধন হয়ে যায়। বাঃ বাঃ, পিতু, বড্ড মনে করিয়ে দিয়েছো।

বঙ্কু:

(দুই চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছে, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে প্রসন্ন, পৃথ্বীশ ও সুকুমারীর দিকে চাহিয়া চাদর দিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন) আর আমার কিছু বলবার রাখলেন না। অন্ন ও গৃহই শুধু নয়, আজ আমাকে সম্মান পর্য্যন্ত

দান করলেন। দেশ নেই, ঘর নেই, আত্মীয় স্বজন বহুদিন ছেড়ে গেছে, আজকের রাতটা কোথায় কাটাবো তাই ভেবে পাগল হচ্ছিলুম, আর ভগবান আমার সকল সমস্যা চিরদিনের মতো মিটিয়ে দিলেন। আজ গৃহ-প্রবেশ, আজ গৃহ-প্রবেশই বটে। (চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।)

প্রসন্ন :

তা হোলে পিতু, তুমি ওঁকে ওপোরে নিয়ে যাও, তামাক টামাক—(জনান্তিকে) আর দেখ, একটা কাপড় জামা বার করে দিও ভাই।

পৃথ্বীশ :

আপনি ওপোরে আসুন।

পৃথ্বীশ অগ্রসর হইল, তাহার হাণ্টারটা পড়িয়া গেল। বঙ্কুবাবু দেখিয়া বলিলেন--"এই যে এটা আপনার"—লজ্জিত পৃথ্বীশ সেটি লইয়া জানালা পথে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ভিতরে চলিল, বঙ্কুবাবু ও তাঁহার হাত ধরিয়া ছেলেরা অনুসরণ করিল।

বাহিরের দিক হইতে নিখিলের প্রবেশ।

নিখিল

নাঃ, No trace, রাস্তায় কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না। তবে আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন দাদা।

প্রসন্ন :

(হাসিমুখে) না, না, সে সব মিটে গেছে ভাই। আর ভয় নেই।

নিখিল :

ভয় নেই কী বলছেন ? চলে গেছে বলে ভাবছেন, আর ভয় নেই ? এই বারেই তো real ভয় আরম্ভ হল। বাড়ীর ভেতরের প্ল্যান সব দেখে গেছে, এখন তো anything may happen at any moment. যাক্, আপনি ভাববেন না। আমি আসবার সময় থানায় একটা ডায়রী লিখিয়ে দিয়ে এসেছি, জগাকে দিয়ে একটা descriptionও দিয়ে দিলুম। সাবধানের বিনাশ নেই, কী বল গো ?

মহালক্ষ্মী গম্ভীর মুখে ঠোঁট ও হাত উল্টাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রসন্ন :

ও, তুমি সেই বঙ্কুবাবুর জন্যে ভাবছ ?

নিখিল :

বঙ্কু ফঙ্কু জানি না, সেই বুড়োর কথা বলছি।

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, তাঁরই নাম বঙ্কুবাবু, তিনি তো—

নিখিল :

চলে গেছে বলে নিশ্চিন্ত হবেন না দাদা।

প্রসন্ন :

না, চলে যাবেন কেন ? তিনি তো রয়েছেন ওপোরে।

নিখিল :

ওপোরে রয়েছে ? কক্ষনো না। আমি বেশ করে দেখেছি, every

nook and corner দেখেছি।

সুকুমারী :

হ্যাঁ ভাই, আছেন। তিনি ফিরে এসেছেন।

নিখিল বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন :

সে তোমাকে সব পরে বলব'খন। চমৎকার লোক। আর কী চমৎকার যে গান করেন। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, সন্ধ্যে বেলায় শোনাব তোমাকে।

নিখিল :

বটে !

সুকুমারী :

ঠাকুরজামাই, ভাই, রাগ কোরো না, আমার চাবিটাও পাওয়া গেছে। এই বাড়ীতেই।

নিখিল :

You don't say so ! চাবি পাওয়া গেছে ? এই বাড়ীতেই ?

সুকুমারী :

(হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ ভাই, এই বাড়ীতেই।

নিখিল :

That's very bad ! কোথায় ছিল ?

মহালক্ষ্মী :

(আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাত বাড়াইয়া প্রসন্নকে

দেখাইয়া বলিলেন) ঐ ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'র, ওঁকে।

বলিয়াই আবার গম্ভীর মুখে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

প্রসন্ন :

(লজ্জিত হাস্যে) ওটা আমার কাছেই ছিল হে। কখন ট্যাঁকে রেখে দিয়েছিলুম, একদম খেয়াল ছিল না। ছি ছি ছি। তবে হারাই নি আমি।

নিখিল :

God Gracious ! আপনার ট্যাঁকে ছিল ? (একটু পরে কী মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিল) কিন্তু আমি বলেছিলুম চাবি চুরি যায়নি, বলুন বউদি, বলেছিলুম কি না ?

সুকুমারী :

হ্যাঁ ভাই, তা তুমি বলেছিলে। কিন্তু তুমি এ-ও বলেছিলে যে চাবি হারায়ও নি।

মহালক্ষ্মী :

আমি হাজার বার বলছি যে কথা, সে কথা মানা হল না।

নিখিল :

হাজার বার যে কথাই তুমি বলে থাক না কেন, তা আমি এখনো মানতে পারলুম না, very sorry। আমি এখনো বলছি চাবি হারায় নি। আর চুরি তো যায়নি বটেই। তোমার দাদার যত দোষই থাকুক না কেন, চোর তিনি নন, এটা মানো তো ? তবে যদি বউদির সঙ্গে খুনসুটি করবার জন্যে লুকিয়ে রেখে থাকেন, কী বলেন বউদি ?

সুকুমারী :

সে বয়েস আর নেই ভাই।

মহালক্ষ্মী :

কিন্তু হারিয়ে তো গিয়েছিল।

নিখিল :

No, my dear Sir, No, হারিয়ে যায় নি। তোমাকেই যদি প্রশ্ন করা যায়—'বউদি চাবি কি হারিয়েছিলেন?' অর্থাৎ Was it lost to her? তোমাকে বলতেই হবে, "By all means, No." চাবি নিরাপদেই ছিল, in fact, safest custodyতে ছিল। তবে কিছুক্ষণের জন্যে পাওয়া যাচ্ছিল না। That's nothing, সেটুকু ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। দাদা এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, 'হারিয়ে গেছে', আর 'পাওয়া যাচ্ছে না,' এ দুটোর তফাৎ? বাড়ীর কর্ত্তার কাছে, Master of the house-এর কাছে, বাড়ীর কোনো সম্পত্তি থাকলে সেটা কি হারিয়ে গেছে বলতে পারা যায়?

মহালক্ষ্মী এই প্রবল যুক্তিতে পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর অসাধারণ সূক্ষ্ম বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে স্বামীগর্ব্বে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রসন্নবাবু স্মিতমুখে এই বক্তৃতা উপভোগ করিলেন এবং যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। নিখিল বক্তৃতা শেষ করিয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া এই নীরব প্রশংসা উপভোগ করিল। হঠাৎ সুকুমারী চঞ্চল হইয়া বলিলেন—

সুকুমারী :

ওমা, আমার কী আক্কেল দেখো! ঠাকুরজামাই সেই কোর্ট থেকে এসে অবধি এই দৌড়ঝাঁপ বকাবকি করছেন, আমি একটু জল খেতে পর্য্যন্ত দিই নি। এসো ভাই, তুমি ভেতরে এসো, একটু কিছু—

নিখিল :

না বউদি, আমি একেবারে বাড়ীই যাই। এই নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত না হলে গলা দিয়ে কিছু গলবে না।

সুকুমারী :

তা এখানেই কাপড় ছাড় না ভাই, কাপড় দিচ্ছি।

নিখিল :

গাড়ী রয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে। আর ছেলেগুলোকেও আনতে হবে। আমি ঘুরেই আসি।

প্রসন্ন :

হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি আর ওকে দেরি করিয়ে দিও না। নিখিল, তুমি ভাই সকাল সকাল এসো। তুমি এসে দাঁড়ালে আমি একটা মস্ত ভরসা পাই।

নিখিল প্রস্থানোদ্যত

মহালক্ষ্মী :

ওগো দেখ, ভালো করে দরজা জানলাগুলো বন্ধ কোরে, ঘরে চাবি দিয়ে এসো। আর আলমারীর চাবিটা যেন—

নিখিল :

(দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি সব দরজা

জানলায় চাবি দিয়ে আসব বইকি। আর সব চাবি এনে রাখতে দেবো তোমার দাদার কাছে, কাগে বগেও টের পাবে না। কী বল?

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

মহালক্ষ্মী :

দাদাকে ঠাট্টা! নিজে যেন কিছু ভুল করেন না। (ফিরিতেই নজর পড়িল নিখিল টুপি ফেলিয়া গিয়াছেন) এই দেখ বাবুর হুঁসিয়ারি, এখানে টুপি ফেলে গেছেন, আর কাল বেরোবার সময় আমার মাথা খেয়ে ফেলবেন।

দ্রুত টুপি লইয়া প্রস্থান

প্রসন্ন হাস্য করিতেছিলেন। সুকুমারী ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে প্রণাম করিতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

প্রসন্ন :

এ কী, এ কী, তোমার আবার এ কী কাণ্ড?

সুকুমারী :

(প্রণামান্তে) কাণ্ড আবার কী? আজকের দিনে তোমায় একটা পেন্নামও করব না?

প্রসন্ন :

আজকের দিন কালকের দিন আর কী, রোজই তো তোমার—

সুকুমারী :

তা হোক, তবু আজকের দিনে আর একটা করতে হয়।

প্রসন্ন :

তা বেশ করেছ, বেশ করেছ।

সুকুমারী :

বেশ করেছিই তো। দেখ, আমাকে লোকে বোকা বলে, আমি তো বোকাই। কিন্তু তোমাকে যারা চিনতে পারে না, তাদের মতন বোকা নই আমি।

প্রসন্ন :

(সহাস্যে) কে আবার আমাকে চিনতে পারলে না? যাক, তুমি তো চিনতে পেরেছ, এই আমার ভালো।

সুকুমারী :

চিনতে পেরেছি এত বড় অহঙ্কার আমি করব না। তবে এইটুকু বলি, সংসারে তোমার মতন লোক যদি আরও বেশী থাকতো, তাহলে—
(আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)

প্রসন্ন :

হাঁা হাঁা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা সে-সব কথা পরে হবে'খন। এখন অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। চারিদিকে ঝঞ্ঝাট।

সুকুমারী :

থাকুক ঝঞ্ঝাট, তুমি এসো, একটু কিছু মুখে দেবে এসো।

প্রসন্ন :

চল, তোমাদেরও তো খাওয়া দাওয়া হয়নি।

স্কুমারী :

এই যে সবই হবে। তুমি এসো না।

প্রস্থান

প্রসন্ন :

হ্যাঁ, এই এদিকটার একটা ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি। জগা-া, জগা কোথায় গেলি আবার—

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

এক মুহূর্ত্ত পরেই একদিক্ হইতে জগার, অন্য দিক হইতে পৃথ্বীশের প্রবেশ।

পৃথ্বীশ :

কইরে জগা, কার্পেটটা কি তুই ওপোরে আনবি ? না কী ?

জগা :

এই যে নিয়ে যাই ছোটবাবু।

পৃথ্বীশের প্রস্থান

জগা কার্পেট গুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় "জগা জগা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রসন্নবাবুর প্রবেশ।

প্রসন্ন :

এই যে, এটা পাতছো তো ? হ্যাঁ, পেতে ফেল চট্‌ করে, আর দেরী নয়, বুঝলে জগু ?

জগা :

কার্পেট? এখানে? আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো পাতছি বড়বাবু।

প্রসন্ন :

বেশ, বেশ।

প্রস্থান

জগা কার্পেট পাতিতে সুরু করিবার পর ভিতর হইতে পৃথ্বীশের ডাক আসিল—

পৃথ্বীশ (নেপথ্যে) :

কইরে জগা-া-া।

জগা :

(কার্পেট পাতা বন্ধ করিয়া) আজ্ঞে যাই।

তারপর কার্পেট ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যবনিকা নামিল

কানাই বসুর

রঙছুট— ১৷৹

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—

"আপনার "রঙছুট" পাঠ করে সত্যই খুশী হয়েছি। বিষয়বস্তুর সুনিপুণ সংস্থাপন এবং সংযত চিত্তাকর্ষক ভাষার মধ্য দিয়া কাহিনীকে প্রবাহিত করিয়ে শিল্পোচিত সমাপ্তিতে উপনীত হওয়া,—এই উভয় বিষয়েই আপনি অসুলভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।"

শ্রীরাজশেখর বসু—

"Sober writer-দের মধ্যে আপনার স্থান কারও নিচে নয়।

শ্রীযুক্ত কেদার বন্দ্যোপাধ্যয়—

"তোমার ভাষাটি বড় ভালো লাগলো। গল্প লেখবার বেশ উপযোগী—সরল, সরস, সাহিত্যের কায়দা কানুন অক্ষুণ্ণ রাখে, অথচ মাথায় হাত ঘুরিয়ে কান দেখায় না,—রস এঁকে যায় না। বেশ সুখপাঠ্য।

"তোমার 'রঙছুট' অবাধে সকলের হাতে দেওয়া চলবে, আশাকরি সকলেই উপভোগ করবেন। তুমি দেশকে কিছু দিতে পারবে বলেই আশা করি।"

কানাই বসুর

পয়লা এপ্রিল—২৲

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (পরশুরাম) বলেছেন :—

"আপনার 'পয়লা এপ্রিল' প'ড়ে সুখী হয়েছি। আপনার ভাষা আর প্লট দুইই সরল আর উপভোগ্য"।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৭ই পৌষ ১৩৫০) বলেছেন :—

"মামুলী ধরণের নয়, বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠক সমাজে এই বই সমাদর লাভ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

Amrita Bazar Patrika (24. 1. 44) says :—

"The author has already earned popularity as a short story writer of merit. He knows the art of individualising his subject by manner truly original. Long after you have finished the book, you will find episodes from it hovering in your mind."

বঙ্গশ্রী (আশ্বিন ১৩৫১) বলেছেন :—

"কানাইবাবু গল্প বলিতে জানেন, যে গল্পে হাসি, অশ্রু ও সমস্যার একত্র সংমিশ্রনে আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজচিত্রই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।..."